

শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবব্রত-মাহাত্ম্য

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়
বন দেব-গোবিন্দ মহারাজের অনুকম্পিত

শ্রীমদ্প্রেমানন্দ বন মহারাজ কর্তৃক
সম্পাদিত

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাস্তো জয়তঃ

—: প্রথম সংস্করণ :—

২৭শে শ্রাবণ ১২২ই আগষ্ট রবিবার

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী তিথি

—: প্রাপ্তিস্থান :—

ভক্তন কুটীর

মদনমোহন ঘেরা

পোস্ট—বন্দাবন

জেলা—মথুরা

পিন—২৮১১২১

ভক্তন আশ্রম

শীলপাড়া

৮৬ নং ডায়মন্ড হারবার রোড

কলকাতা-৭০০০০৮

শ্রীচৈতন্য আশ্রম

গ্রাম + পোস্ট—হিঙ্গলগঞ্জ

উত্তর চাঁদ্বশ পরগণা

সেবানুকূল্য—১০.০০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাস্তো জয়তঃ

নবেদন

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

“ন নাম সদৃশং ব্রতং”—হরিনামের সমান কোন ব্রত নাই । তথাপি কলিকালরূপ কুসপদংশিত মানবগণ সেই নামে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না । ষেরূপ কাননাভ্যন্তরে কোন সিংহ কর্তৃক গজমস্তক বিদীর্ণ হইলে ঐ মস্তক হইতে গজমস্তক পতিত দেখিয়া কিরাতনারীগণ প্রথমে উহাকে বদরীফল বিবেচনা করতঃ ধাবমান হইয়া একজন হাতে লইয়া দেখে যে, উহা শোণিতাক্ত, শ্বেতবর্ণ ও দৃঢ়, স্নাতরাং অকর্মণ্য জ্ঞানে তাহা দূরে ফেলিয়া দেয়, কেন না, হীনজাতি মূল্যবান দ্রব্যের সম্মাননা স্ত্রাত নহে ; তদ্রূপ মায়ামুগ্ধ বিষয়-বিমুগ্ধ মানব কলিপাবন শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সর্বশ্রেষ্ঠ হরিনাম মাধুরী সমাদর না করায় তাহার শ্রেষ্ঠত্ব বিজ্ঞাপনার্থ নানাবিধ ব্রতেরও বিধান দিয়াছেন ; এইসব ব্রতাদির দ্বারা পাপক্ষয়, চিত্তশুদ্ধি, গোণ ও মূখ্যভেদে দ্বিবিধ ফললাভ হইয়া থাকে । ফলকামী মানবের ফললাভ ব্যতীত কর্মপ্রেরণা দেখা যায় না । ফললাভার্থ ব্রতোদ্যোগী হইয়া সাধুসঙ্গে চিত্তশুদ্ধিক্রমে যদি গোণফলের হেয়তা বুদ্ধিতে পারে, তবে মূখ্যফল শ্রীহরিনামের সার্বভৌমত্ব বুদ্ধিয়া একান্তভাবে শরণাগত হইবে । ষড়্গুণসংকটে দূর্গত মানব সমাজের উহাই একমাত্র জীবন-রসায়ন ।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে একাদশী, মহাদ্বাদশী ও ভগবতভুগণের আবির্ভাব বাসরে উপবাসব্রত, ব্রতের কালনির্ণয় এবং পূর্ববিদ্যাও পরবিকা ভেদে বিচারাদি শ্রীহরীভক্তিবিলাস অনুসারে অনুসৃত

(২)

হইয়াছে। বিদ্যারতের কোন ফললাভ হয় না বলিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামী বিশুদ্ধ রতের বিধান দিয়াছেন। এই বিধি অনুসরণে আমরা যদি রতাদি অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে ভ্রমাত্মক পথে আমরাগকে কৃতান্তের বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে না। এই গ্রন্থে বিভিন্ন পদ্যরূপ হইতে যে প্রবন্ধ সংযোজনে ষড় ও তত্ত্বাদি বিশ্লেষিত হইয়াছে, তাহা বহুলাংশে গ্রন্থটি হইতে পারে। সহদয় পাঠকবর্গ সেই গ্রন্থটি সংশোধন করিয়া আম্বাদন করিলে কৃতকৃতার্থ হইব।

ইতি—

শ্রীমৎ প্রেমানন্দ বন

সূচীপত্র

১। অক্ষয়তৃতীয়া-মাহাত্ম্য	...	১
২। শ্রীশ্রীনারায়ণ চতুর্দশী রত	...	৪
৩। শ্রীচাতুর্মাস্য রত	...	৭
৪। শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী রত	...	১০
৫। শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী রত	...	১৫
৬। শ্রীশ্রীকার্তিক রত	...	১৯
৭। শ্রীশ্রীদামোদর রত	...	২২
৮। শ্রীশ্রীরামনবমী রত	...	২৫
৯। শ্রীশ্রীশিবচতুর্দশী রত	...	২৯
১০। শ্রীশ্রীএকাদশী রত	...	৩২
১১। অষ্ট মহাঋতুদশী রত	...	৩৯
১২। শ্রীশ্রীকাত্যায়নী রত	...	৪৪
১৩। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ দ্বয়োদশী রত	...	৪৭
১৪। শ্রীশ্রীগৌর পূর্ণিমা রত	...	৫০

অক্ষয়তৃতীয়া-মাহাত্ম্য

পদ্মপুরাণে শ্রীবরাহ-ধরণীসংবাদে বর্ণিত আছে—বৈশাখ মাসে শুক্লা তৃতীয়াতে ত্রেতাযুগে ত্রিবেদ প্রতিপাদ্য ধর্মের প্রবর্তন হইয়াছে। এই তৃতীয়া তিথিতে স্নান, দান, পূজা, শ্রাদ্ধ, জপ ও পিতৃতপণ প্রভৃতি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিলে অক্ষয় হয়। এই তিথি হরিপ্রীতিপ্রদা। ভগবান্ জনাদর্শন বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে যবের সৃষ্টি ও সত্যযুগের বিধান করিয়াছেন এবং গঙ্গাকে ব্রহ্মলোক হইতে ধরাধামে অবতরণ করাইয়াছেন; এইজন্য উক্ত তিথিতে যবহোম ও যবদ্বারা হরিপূজা করা কর্তব্য। যাঁহারা এই তিথিতে সযত্নে যব দ্বারা হরিপূজা করেন এবং যবশ্রাদ্ধ ও যবদান করেন, সেই সমস্ত মানব ধন্যবাদার্থ ও বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত।

শুক্লপদ্মপুরাণে শ্রুতদেব-শ্রুতকীর্তি সংবাদে বর্ণিত আছে—যাহারা এই অক্ষয়-তৃতীয়ায় সূর্যোদয়ে প্রাতঃস্নান করে, তাহারা সর্বপাপ-নির্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়। যে মানব এই পুণ্যতিথিতে দেব, পিতৃ ও মুনীগণের উদ্দেশ্যে তপণ করে, তাহার সমস্ত অধ্যয়ন, সমস্ত যজ্ঞ ও শত শ্রাদ্ধ করা হয়। যে সকল লোক অক্ষয় তৃতীয়ায় মধুসূদনের পূজা করিয়া তদীয় পুণ্যকথা শ্রবণ করে, তাহারা মুক্তি-ভাজন হয়। এই শুভদায়িনী পুণ্যতিথির দেবতা—দেব, ঋষি ও পিতৃগণ, ইহাতে ধর্মকর্ম করিলে তাহা অক্ষয় হয় ও এই তৃতীয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণ এই ত্রিলোকেরই তৃপ্তিদান করিয়া থাকে। হে রাজন, কিরূপে এই তিথি বিখ্যাত হইয়াছে, তাহা তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত আছে—কোন স্থানে সর্বধর্মবিবর্জিত

কুরমতি একজন গৃহস্থ বিপ্র বাস করিতেন। একদা তাহার গৃহে একজন অতিথি ব্রাহ্মণ নিদাঘে সাতিশয় তৃষ্ণাত হইয়া জলপানার্থ আগমন করিলেন। গৃহস্থ বিপ্র নিষ্ঠুর বাক্যে বলিলেন—‘আমার গৃহে অন্ন, জল, আসন কিছই নাই; আপনি অন্যত্র গমনপূর্বক জলপান করুন!’ স্বামীর এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া তৎপত্নী সুশীলা কহিল—‘অনেক ভাগ্যে আমাদের গৃহে ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়াছে, তাহাকে জলদান না করিয়া ধনসম্পত্তি, গৃহাদিতে কি কাজ? মৃচ্চবৎ কেবল স্বকীয় উদর পূরণে কি লাভ হইবে? পিপাসাকাতর অতিথি মৎগৃহ হইতে মনোকণ্টে গমন করিলে দারুণ অমঙ্গল হইবে; অতএব আমি ইহাকে জলদান করিব।’ এইরূপ বলিয়া বিপ্রপত্নী অতিথিকে জলদান করিল। তিথি প্রভাবে সেই জলদানে মহান্ ফল হইল। সেইদিন বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের অক্ষয় তৃতীয়া তিথি ছিল। সেই দিবসে ব্রাহ্মণী জলদান করায় তাহার অক্ষয় ফল লাভ হইল।

কিছুকাল পরে উক্ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণের পরমায়ু শেষ হইয়া মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। তন্মুহূর্তে শমনকিঙ্কর আগমনপূর্বক তাহাকে পাশদ্বারা বন্ধন করিয়া কণ্টকাকীর্ণ তপ্ত বালুপথে যমালয়ে লইয়া গেল। বিপ্র দারুণ তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া ধর্মরাজের নিকট কাতরস্বরে বার বার জল প্রার্থনা করিতে লাগিল। তখন যমদূতগণ বলিল—‘হে ধর্মরাজ! এই বিপ্র কিরূপে জল পাইবে? এই নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ কখনও অতিথিকে জলদান করে নাই, অতএব ইহাকে একবিন্দুও জলদান করিবেন না।’

কিঙ্করগণের এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া যমরাজ বলিলেন—‘হে

দূতগণ! ইহাকে মুক্ত কর, ইহার কোন পাপ নাই; ইহার পুণ্যের ফল শ্রবণ কর। বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে ইহার পত্নী এক অতিথি ব্রাহ্মণকে জলদান করিয়াছিল, সেই দানপুণ্যে ইহার নরক নিবারণ হইয়াছে। এই বিপ্র আমার শাসনের বহির্ভূত হইয়াছে। ইহার পাশবন্ধন মুক্ত কর। ধর্মরাজের বাক্যে দূতগণ বিপ্রের বন্ধন মুক্ত করিল। বিপ্র হঠাৎ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া করঘোড়ে যমরাজকে বলিলেন—‘হে ধর্মরাজ! অক্ষয়-তৃতীয়া তিথি আগমন করিলে নরগণের কি করনীয়, তাহা কৃপাপূর্বক আমাকে বলুন।’ তদন্তরে যমরাজ বলিলেন—‘হে বিপ্র! উক্ত তিথিতে স্নান, দান, তপ, হোম, পিতৃতর্পণ ও বিষ্ণুর পূজা করিলে এই তিথি অক্ষয় ফল প্রদান করে। মাধব প্রিয় বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়ায় যে মানব স্নান, দানাদি করে, তাহার সহস্র সহস্র পাপ বিনষ্ট হয় এবং তাহার অনিন্দিত ঐশ্বর্য, বল ও ধৈর্য লাভ ঘটে। ইহলোকে মনোরম ভোগসুখের পর সেই মানব অন্তিমে বিষ্ণুলোক গমন করে। তোমার পত্নী ঐ তিথিতে জল দান করায় জাতিস্মরা ও দয়াশীলারূপে বিষ্ণুবল্লভার গতি প্রাপ্ত হইল। মর্ত্যলোকে কোন নারী সংযতেন্দ্রিয় হইয়া যদি এরূপ ধর্মচরণ করে, তাহা হইলে সে ইন্দ্রলোককে অতিক্রম করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে।’

শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দশীব্রত

বৈশাখের শুক্লা চতুর্দশীতে ভগবান্ নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাই এই তিথিকে নৃসিংহ-চতুর্দশী বলে। এইদিনে উপবাস করিতে হয়। সাংকালে নৃসিংহদেবের আবির্ভাব। ব্রয়োদশী-সংযুক্ত চতুর্দশীতে উপবাস করা বিধেয় নহে। পূর্ব-বিদ্ধা তিথি ত্যাগ করিয়া পরের দিন উপবাস করিতে হইবে। দৈবাৎ যদি বৈশাখের শুক্লা চতুর্দশীতে স্বাতী-নক্ষত্রের যোগ হয় এবং শনিবার হয়, অথবা সিন্ধু-যোগ হয়, তবে তাহা অভ্যন্ত ফলদায়ক হয়। কিন্তু ব্রয়োদশী-বিদ্ধা চতুর্দশী যদি স্বাতীনক্ষত্রযুক্তাও হয়, তথাপি সেইদিন উপবাস কৰ্তব্য নহে। এই ব্রত-পালনে ভক্তির পূর্বাঙ্ক সাধিত হয়, অপালনে ভক্তি নষ্ট তো হয়ই, আরও অনেক দোষের সঞ্চার হয়। সুতরাং উক্ত তিথিতে শ্রীনৃসিংহদেবের পূজারূপ উৎসব উপবাসাদি নিয়ম সহকারে পালন করা অবশ্য কৰ্তব্য।

বৃহস্পতিসিংহপুত্রাণে শ্রীভগবন্সিংহ-প্রহ্লাদ সংবাদে নৃসিংহদেব বলিয়াছেন—‘হে প্রহ্লাদ ! মৎপ্রীতির জন্য ভবভয়ভীত মানবকুলের বৎসরে বৎসরে এই অতি গোপ্য ব্রতরাজ চতুর্দশীব্রতের অনুষ্ঠান করা উচিত। যে ব্যক্তি মদীয় তিথি জানিয়াও লঙ্ঘন করে, তাহাকে পাপভাগী হইতে হয় ; সুতরাং ইহা জানিয়া উক্ত তিথিতে ব্রতান্তমের অনুষ্ঠান করিবে ; নতুবা চন্দ্রসূর্যের স্থিতিকাল যাবৎ নিরয় বাস করিতে হইবে। যাবতীয় লোকই সদব্রতানুষ্ঠানের অধিকারী ; বিশেষতঃ এই ব্রত করা মন্ডক ও মন্ত্রিষ্ট ব্যক্তিগণের নিশ্চয়ই কৰ্তব্য।’

প্রহ্লাদ বলিলেন—‘হে ভগবন্ ! আপনার প্রীতি কিরূপে আমার বহুবিধা ভক্তির উদয় হইল ? কিরূপেই বা আমি আপনার সর্বাঙ্গ

হইলাম ? হে প্রভো ! মৎসকাশে তাহা কীর্তন করুন। নৃসিংহদেব বলিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ ! হে বৎস ! মন্ডক ও মন্ত্রিষ্ট প্রাপ্তির কারণ বলিতেছি, একাগ্রমানসে শ্রবণ কর। পুরাকালে অবন্তীনগরে সর্বজন বিখ্যাত বসুশর্মা নামে এক জনৈক বেদবিদ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি প্রত্যহ যজুসমূহ দ্বারা দেবোত্তমদিগকে তুষ্ট করিতেন। জীবিতাবস্থায় তাঁহার কোন প্রকার দুষ্টকাৰ্যই নয়নগোচর হয় নাই। সুশীলা নান্নী তাঁহার পতিব্রতা পত্নী সদাচার ও পতিভক্তি-পরায়ণা হইয়া ভুবনব্রজে বিখ্যাতা হইয়াছিলেন। সেই বিজবরের ঔরসে সুশীলার গর্ভে পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্রগণ সর্বাধীন, সদাচারপরায়ণ ও পিতৃভক্ত হইল ; কিন্তু তন্মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পুত্র সর্বদা বেশ্যাসক্ত হইয়া উঠিলে, উক্ত বেশ্যারত থাকায় মদ্যপানে ও পাপকর্মে লিপ্ত হইয়া কিছুমাত্র অধ্যয়নও করিলে না, সতত বেশ্যালয়েই তোমার বাস হইল। একদিন সেই গণিকার সহিত তোমার দারুণ কলহ হওয়ায় সেদিন তুমি অনাহারে রহিলে। সেদিন অজ্ঞানবশে তুমি আমার ব্রতরাজের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে এবং সেই গণিকাসহ কলহনিবন্ধন তোমার রাত্রি জাগরণও ঘটিল। জাগরণ দ্বারা তদীয় দেহও শুদ্ধ হইল। এইরূপে তুমি অজ্ঞানে বহু পুণ্যদ মদ্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলে।

এই ব্রত করিয়াই দেবগণ অধুনা দেবলোকে আনন্দ ভোগ করিতেছেন। ব্রহ্মাও সৃষ্টির নিমিত্ত মদীয় এই উত্তম ব্রতানুষ্ঠান করেন। এই ব্রতের প্রভাবেই তিনি চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। মহেশ্বরও এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ত্রিপুত্ৰাসুরকে বিনাশ করেন। অন্যান্য বহুসংখ্য দেব, ঋষি ও মহামতি নৃপতিগণ এই উত্তম ব্রতের

অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বেশ্যাও ইহার প্রভাবে ত্রিভুবনচারিণী ও মণ্ডাপ্রিয়পাত্রী হইয়াছে। ধূর্তা নারীগণও এই ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া তৎফল লাভ করিতে পারে। হে প্রহ্লাদ! পূর্বে তুমি বসুদেব নামে সেই বিপ্রনন্দন ছিলে। অজ্ঞাতসারে ব্রতানুষ্ঠান হওয়ায় আমার প্রতি তোমার উত্তমা ভক্তি জন্মিয়াছে। আর সেই বেশ্যাও তবানুরূপ ব্রতফলে দেবলোকে অস্বররূপে বহুবিধ ভোগসুখ করিয়া আমাতে বিলীন হইয়াছে, তুমিও আমাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে। কাষ'সাধনার্থ' মন্দের হইতে ভিন্ন হইয়া তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ, সর্ব'কাষ' সমাধা করিয়া সত্ত্ব আমাতে আবার প্রবিষ্ট হইবে। মানবগণ আমার এই ব্রতরাজের অনুষ্ঠান করিলে শতকোটি কল্পেও আর তাহাদিগকে এই সংসারে আসিতে হয় না। এই ব্রত প্রভাবে পুত্রহীনের সন্দর পুত্রলাভ হয়, দীন ব্যক্তি কুবের তুল্য ধনবান হইতে পারে এবং তেজস্কামী তেজঃ, রাজ্যাকাঙ্ক্ষী উত্তম রাজ্য ও আয়ুস্কামী শিবসদৃশ দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারে। এই শ্রেষ্ঠ ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে নর বা নারী, সকলকেই ভুক্তিমুক্তি সুখ দিয়া থাকি।

এই তিথিতে বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগ করিয়া নৃসিংহপূজার পূর্বে যজ্ঞপূর্বক প্রহ্লাদের পূজা করা উচিত। ব্রতদিনে পাপীদিগের সাহিত আলাপ করা ব্রতীর উচিত নহে। যিনি ব্রতের সম্পূর্ণ ফলাভিলাষী তিনি মিথ্যালাপ, দ্ব্যতক্রীড়া, নারীসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক নৃসিংহদেবের রূপ স্মরণ করিবেন। তৎপরে নদীর নিম্নল জলে বা মনোহর তড়াগে স্নান করতঃ আচার্যের বচনানুসারে পূজা ও ব্রতানুষ্ঠান করিবেন। এইরূপে চতুর্দশীতে উপবাস করিয়া ব্রতী পরদিন পূর্ণিমাদিনে সূর্যোদয়ের পরে পূর্ণিমাতিথিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্রতপারণ করিবেন।

ত্রীচাতুর্মাশব্রত

স্কন্দ পুরাণে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে বর্ণিত আছে—প্রাণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্তিকে আমিষ বর্জন করিতে হইবে। হে বিপ্রেন্দ্র? জনাদ'নদেব প্রসঙ্গ হইলে যে ব্যক্তি নিষ্পাব (শিম্বী) ও বরবটী ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তি চ'ডাল হইতেও নিষ্কৃষ্ট। বিশেষতঃ কার্তিক মাসে বরবটী কিংবা শিম্বী ভোজন করিলে প্রলয় পর্যন্ত নরকভোগ করিতে হয়। জনাদ'নদেব প্রসঙ্গ হইলে যদি পটোল, বার্তাকু ভোজন করা যায়, তবে সপ্তজন্মার্জিত পুণ্য ক্ষয় হয়, সন্দেহ নাই। বিস্তৃত ব্যক্তি জপ, হোম ও নাম-সংকীর্ণনে নিয়ম গ্রহণ করিয়া প্রভুর সমীপে প্রার্থনা করিবেন—হে দেব! হে কেশব! ভবদীয় সকাশে গৃহীত এই ব্রত যেন নির্বিঘ্নে সিদ্ধ হয়। হে জনাদ'ন! ব্রত গ্রহণ করিয়া মৃত্যু হইলেও আপনার অনুগ্রহে উহা যেন সম্পূর্ণ হয়।

বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে, যথা—হে নারদ! চাতুর্মাস্যব্রতের ক্রিয়াসমূহ সম্যক প্রকারে শ্রবণ কর। ভক্তিপূর্বক ঐ সমস্ত কাষ' সম্পাদন করিলে পরমার্গিত লাভ হয়। মনে মনেও এই সমস্ত বৈষ্ণবব্রতানুষ্ঠানের ইচ্ছা করিলে শতজন্মার্জিত পাতক নষ্ট হয়। হৃষীকেশ সঙ্গ হইলে বৎসরের মাসচতুষ্টয় যিনি ভূতলে শয়ন করেন, তিনি বৈষ্ণবী গতি লাভ করেন।

ভবিষ্যন্তরে ভগবদ্‌যুধিষ্ঠির সংবাদে, যথা—স্ত্রী কিংবা পুরুষ ধর্মার্থ' মন্ডভক্তি'নিষ্ঠ হইয়া চারিমাস নিয়ম ধারণ করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা পৃথক্ পৃথক্ প্রকারে বর্ণন করিতেছি। চাতুর্মাস্য নিয়ম ধারণ করিয়া লবণ বর্জন করিলে কণ্ঠস্বর মধুর হয়, তৈল পরিত্যাগ

করিলে দীর্ঘায়ু সন্তান লাভ হয়। তৈলভ্যঙ্গ (দেহে তৈলমর্দন) বর্জন করিলে শরীর সুন্দর হয়, পক্ষ তৈল পরিত্যাগ করিলে অরাতি ধ্বংস হয়; মধুক-তৈল (মহুয়া তৈল) বর্জন করিলে প্রচুর সৌভাগ্যের অধিকারী হয়; পুষ্প সন্তোগ বর্জন করিলে দেবপুত্রে বিদ্যাধর হইতে পারে এবং যিনি যোগ অভ্যাসী হন, তিনি ব্রহ্মপদ লাভ করেন। কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, ক্ষার ও কষায় রসসমূহে বর্জন করিলে কদাচ নিরূপতা প্রাপ্ত হয় না এবং তদেহে দুর্গন্ধও জন্মে না। অপক্ক ভোজনকারী নিমলতা প্রাপ্ত হন। হে ভূপ! পদে বা মস্তকে তৈলমর্দন পরিত্যাগ করিলে কাস্তিমান হইতে পারে, মধু পরিত্যাগ করিলে সেই ব্যক্তির চরণ দিব্য শোভান্বিত হয়। দধি, দুগ্ধও তক্র বর্জন করিয়া মানব গোলোকধাম পাইতে পারেন, স্থালীপাক পরিত্যাগ করিলে দেবরাজের আতিথ্যলাভ হয়; অগ্নিপক্ক ত্যাগ করিলে দীর্ঘায়ু সন্তান লাভ হয়। ভূমিতে কিংবা প্রস্তর শয্যা শয়ন করিলে বিষ্ণুর অনুচর হওয়া যায়; মধু বাস্মাংস বর্জন করিলে সর্বদা মূর্খ ও ধোণী হয়; সুদামদ্য পরিত্যাগ করিলে ব্যাধিহীন, রোগহীন ও তেজস্বী হয়; একদিন অন্তর উপবাস করিলে ব্রহ্মলোকে সম্মানপাত্র হওয়া যায়; নখ ও লোম ধারণ করিলে প্রতিদিন গঙ্গাস্নান ফল পাওয়া যায়; মৌনব্রত গ্রহণ করিলে তদীয় আত্মা কদাচ স্থলিতা হয় না; সর্বদা মূর্ত্তিকোপরি খাদ্য রাখিয়া ভোজন করিলে ধরার আধিপত্য প্রাপ্ত হয় এবং 'নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্র জপ করিলে শতদানের ফল হয়।

বিষ্ণুপদ বন্দন করিলে গোদানজ ফল লাভ হয়। বিষ্ণুর পদকমল স্পর্শ করিলে কৃত্যকৃত্য হওয়া যায়; বিষ্ণুমন্দিরে মার্জন করিলে

আকল্পকাল রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকে; স্তবপাঠ সহকারে তিনবার বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ করিলে হংসযানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করা যায়; বিষ্ণুমন্দিরে গীত ও বাদ্যধ্বনি করিলে গন্ধর্বলোকে গতি হয়; নিত্য শাস্ত্রমোদ দ্বারা মানবগণকে প্রবোধ দিলে সেই ব্যাসরূপী পুরুষ অন্তিমে বিষ্ণুধামে গমন করেন, কুসুম-মালিকা দ্বারা পূজা করিলে বিষ্ণুধামে গতি হয়, বিষ্ণুমন্দির প্রোক্ষণ করিলে অপ্সরালোকে বসতি হয়, তীর্থ প্রভৃতিতে স্নান করিলে দেহ নির্মল হয়। পঞ্চগব্য সেবন করিলে চান্দ্রায়ণ ফল লাভ হয়, নিত্য একাহারী হইলে অগ্নিহোত্রের ফল লাভ ঘটে, রাত্রিতে ভোজন করিলে অখিল তীর্থযাত্রার ফল লাভ ঘটে, অর্ঘ্যচিত্ত ভাবে প্রাপ্ত দ্রব্য ভোজন করিলে যাপী-কুপ-জলচ্ছের ফল পাওয়া যায়, দিবসের ষষ্ঠভাগে ভোজন করিলে দেবলোকে স্থায়িত্ব লাভ হয়; নিত্যস্নায়ী মানবকে কদাচ নরক দেখিতে হয় না এবং পাত্র বর্জন করিলে পুষ্কর স্নানের ফল লাভ হয়; পত্র ভোজনকারী মানবের কুরুক্ষেত্র ফল লাভ হয়, নিত্য প্রস্তরে আহারকারীর প্রয়াগস্নানের ফল হইয়া থাকে; যামদ্বয় জল বর্জন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে হয় না। এইরূপে ব্রতানুষ্ঠান করিয়া কেশবের সন্তোষ বিধান করিলে তিনি প্রীত হইয়া থাকেন।

হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ হরি যোগনিদ্রা অবলম্বনে শেষ-শয্যা শয়ন করিলে ষাঁহারা ব্রতনিয়ম গ্রহণ করিয়া চারিমাস যাপন করেন, তাঁহারা কল্পকাল বিষ্ণুলোকে বাস করেন, সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে ব্রত সমাপ্ত হইলে ব্রতীগণ শ্রীহরির স্তব ও পূজা করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার প্রসন্নতা সাধনপূর্বক বৈষ্ণববৃন্দসহ মহাপ্রসাদ, শঙ্খাদক ও চরণামৃত গ্রহণ করিবেন, যিনি হৃষ্ট হইয়া

হরির শয়ন এবং উত্থান অনুমোদনপূর্বক সম্যক-ভাবে অনুষ্ঠান করেন, তিনি হরিধামে গমন করেন।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীরত

ভাদ্রীয়া কৃষ্ণাষ্টমীর অকরাতে রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলে জন্মাষ্টমীরত হয়। এইদিনে উপবাস করিয়া মধ্যরাতিতে শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও অভিষেকাদি করিতে হয়। মধ্যরাতিতেই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব।

ভবিষ্যোত্তরে যদুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—হে অচ্যুত! আমার নিকটে জন্মাষ্টমীরত বিশেষরূপে কীর্তন করুন। কখন এই রত উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার সাধনে কি পুণ্য হয় এবং তদ্বিধিই বা কিরূপ? তদন্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে যদুধিষ্ঠির! মথুরাপুরে দুরাচার কংস হত হইলে এবং মল্লযুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পর তদন্ত রঙ্গভূমি সর্বজনের মহোৎসবে পূর্ণ হইল। দেবকী ও বসুদেব তৎকালে গদগদস্বরে বাষ্প পূরিতনেত্রে বলভদ্র ও আমাকে আলিঙ্গনপূর্বক বলিলেন, ‘তোমরা দুইজন যদুবুলে উৎপন্ন আমাদের পুত্র, আজ তোমাদিগের সহিত মিলনে আমাদের জন্ম সার্থক হইল, আমাদের জীবনও সুজীবন হইল। দম্পতী বসুদেব-দেবকীর এবিম্বিধ আনন্দ দর্শনে তদন্ত সকলে হর্ষসহকারে বলিলেন, ‘হে জনার্দন! আজ আমাদের আনন্দের উদয় হইল; আজ মল্লযুদ্ধে দুরাত্মা কংসেরও নিপাত ঘটিল। হে মধুসূদন! এইরূপ মহোৎসব দর্শন করিয়া সমাজের প্রাতি তুষ্ট হউন। অন্যান্য ব্যক্তির প্রতিও আশ্রু কৃপা প্রদর্শন করুন। হে জনার্দন! দেবকী দেবী যে দিনে

আপনাকে প্রসব করিয়াছেন, আমরা সেই দিনে আপনার উৎসব সম্পাদন করিব, আপনি আমাদেরকে অনুমতি দান করুন। এই বাক্য সর্বজনের মধুখে উচ্চারিত হইলে বসুদেব আনন্দে রোমাঞ্চিত দেহে আমার প্রাতি দৃষ্টি দিয়া বলিতে লাগিলেন—‘লোকসমূহের প্রার্থনা পূর্ণ হউক, তুমি যথারীতি আজ্ঞা প্রদান কর।

তৎপরে পিতার অনুমত্যানুসারে মথুরায় মানবগণের নিমিত্ত আমি জন্মাষ্টমীরত সম্যক প্রকাশ করিলাম। পৌরগণ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি অপরাপর ধর্মাবলম্বী লোকসমূহ অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম যাবৎ জন্মাষ্টমী নামক মদ্ব্রত সাধন করুক। হে মানবগণ! সূর্যসিংহ-রাশিগত হইলে আকাশে মেঘোদয়ে ভাদ্রমাসীয় কৃষ্ণাষ্টমীর অধর্নিশায় বৃষরাশিষ্চ চন্দ্রে রোহিনীনক্ষত্রে বসুদেব হইতে দেবকীর পুত্ররূপে আমি স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। এইরূপে এই জন্মাষ্টমীরত ভুবনে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বিষ্ণুরহস্যে, যথা—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে যদি রোহিনী-নক্ষত্র মিলিত হয়, তাহা হইলে ঐ তিথিকে জয়ন্তী বলা হয়। ঐ তিথি সর্বপাপহারিণী। সেই সুপুণ্য তিথিতে উপবাস করিতে হয়। জয়ন্তীতে ভক্তিসহকারে গোবিন্দের পূজা করিলে তিনি বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে ও বৃদ্ধকালে সিংহিত পাপ ও সপ্তজন্মকৃত পাপসমূহ বিনাশ করেন। জয়ন্তীতে উপবাসপূর্বক হরিপূজা করিলে শত-জন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণভক্তিদায়িনী শূভা জয়ন্তীতে যত্র পূর্বক উপবাস করিলে ঐ তিথি উপবাসীকে ধন, ধান্য ও পুণ্য প্রদান এবং নিখিল পাপ সংহার করেন।

ব্রহ্মপুত্রাণে স্মৃতোক্তিতে, যথা—কৃষ্ণাষ্টমী বৈষ্ণবী তিথি বলিয়া অভিহিত। কলিকালে যে সমস্ত ব্যক্তি ঐ বিষ্ণু তিথিতে উপবাসী ও জাগ্রত থাকিয়া হরিকে পূজা করেন, তাঁহাদিগকে কদাপি ভীষণ সংসারভয়ে ভীত হইতে হয় না। তাঁহারা যে স্থানে বাস করেন, কলি সেখানে থাকিতে সক্ষম নহে। যখন প্রত্যক্ষ সনাতন পুরুষ হরি ঐ তিথিতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন ঐ তিথি যে মুক্তিদা, ইহাতে আর আশ্চর্য কি?

পদ্মপুত্রাণে, যথা—সম্পূর্ণা অষ্টমী যদি মূহূর্তমাত্র রোহিণীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়, আর যদি উহা নবমীর সহিত মিলিতা হয়, তবে উহা কোটিকুলের মুক্তিদায়িনী তিথি। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী যদি নবমীর সহিত সংযুক্ত হয়, তবে পুরুষগণ, বিশেষতঃ স্ত্রীগণও ঐ তিথির সমাদর করিবেন। কিন্তু সপ্তমীসংযুক্তা অষ্টমীতে উপবাস হইবে না। সেইদিন রোহিণী নক্ষত্র থাকিলেও রত বিধেয় নহে। সূর্যোদয়ের পরে যদি সপ্তমী থাকে এবং পরে যদি অষ্টমী শুরুর হয়, তবে সেই সপ্তমীবিক্রা অষ্টমী রতযোগ্যা নহে। সপ্তমীবিক্রা না হইলে পরবর্তিনী নবমীর সহিত সংযুক্ত হইলে অষ্টমীকে শুদ্ধাষ্টমী বলা হয়। শুদ্ধা অষ্টমীতে অহোরাত্র মধ্যে যে কোন সময়ে যদি মূহূর্তমাত্র রোহিণীনক্ষত্র থাকে, তবে সেইদিনেই উপবাস করিতে হইবে। রোহিণীসংযুক্তা অষ্টমী যদি সপ্তমীবিক্রা হয়, তাহা রতযোগ্যা হইতে পারে না; পরের দিন যদি অষ্টমী থাকে, অথচ রোহিণীনক্ষত্র না থাকে, তথাপি কেবল অষ্টমীতেই উপবাস বিধেয়।

পদ্মপুত্রাণে স্বর্গখণ্ডে দিলীপ বশিষ্ঠকে বলিয়াছেন—‘হে

মহাপ্রাজ্ঞ! এই পবিত্র জন্মাষ্টমী তিথি পূর্বে কে করিয়াছিল? কেই বা এই তিথি প্রকাশ করিয়াছিল? এই রত পালনে কি পুণ্য ও কি ফল হয়? হে মহামনে! কৃপাপূর্বক তদ্বিষয় আমাকে বলুন। তদুত্তরে বশিষ্ঠ বলিলেন,—‘পুত্রাকালে চিত্রসেন নামে এক মহা পাপপরায়ণ রাজা ছিলেন। সেই রাজা অগম্যাগমন, ব্রাহ্মণের স্বর্ণশ্রেয়সকারী, সদা সুরাতে তৃপ্ত এবং সতত বৃথামাংসে রত ছিল। সে এমন পাপী ছিল যে, সর্বদা চণ্ডাল ও পতিত জনগণসহ আলাপ করিত এবং নিত্য প্রাণীবধে রত থাকিত। একদা সেই রাজা মৃগয়াতে মনোনিবেশ করিল। সে একদা অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কোন-স্থানে ব্যাঘ্রকে সৈন্যদ্বারা বেটনপূর্বক করিল,—প্রমাদবশতঃ যাহার সম্মুখ দিয়া ব্যাঘ্র পলায়ন করিবে, সে নিশ্চয়ই বধ্য হইবে। রাজার বাক্যে সৈন্যগণ প্রাণভয়ে অতি সাবধানতা অবলম্বন করিলে উক্ত ব্যাঘ্র হঠাৎ রাজার সম্মুখ দিয়াই পলায়ন করিল। রাজা তাহাতে লজ্জিত হইয়া ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। কিন্তু ব্যাঘ্র হননে অসমর্থ হইয়া বনের মধ্যে অনেক দূঃখভোগ জনিত ক্ষুধাপিপাসায় কাতর হইয়া সন্ধ্যাকালে যমুনাতটে উপস্থিত হইল। সেইদিন রোহিণী সংযুক্ত জন্মাষ্টমী তিথিবাসর ছিল। হে নরাধিপ! উক্ত দিবসে স্বর্গকন্যাগণ সুরশোভন ধূপ, দ্বীপ, উপহার, গন্ধ, পুষ্প, মনোহর কুঙ্কুমাদি দ্রব্য, নানাবিধ উপহার এবং বহুগুণ অম্ন ভক্ত দ্বারা যমুনাতটে ব্রত করিতেছিল। তাহা দেখিয়া রাজার মন আকৃষ্ট হইল এবং তথায় গমনপূর্বক করিল,—‘হে কামিনীগণ! অশ্রদ্ধাভাবে আজ আমার প্রাণ নিশ্চয়ই চলিয়া যাইবে, এই ক্ষুধাতর্কে তোমরা অম্ন দান কর। রাজার বাক্য শুনিয়া কন্যাগণ করিল,—‘হে অনঘ! আজ

জন্মাষ্টমী পূণ্যতিথি, এই তিথিতে আপনার অন্নাদি ভোজন কতব্য নয়। অদ্য অন্ন ভোজন করিলে তাহা গৃধ্র, খর (গর্দভ), কাক ও গোমাংসতুল্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ জন্মদিনে যে ভোজন করে, সংসারে বাসকারী নেই নরের কোন্ কোন্ ছিদ্রই না হইল? হে নৃপ! দেহে প্রাণ থাকিতে যৎকর্তৃক জয়ন্তী পালিতা না হয়, সেই অকৃতোপবাস ব্যক্তিদিগের যমমন্দিরই শাসনস্থল। তৎকর্তৃক যথাবিধি দত্ত দ্রব্যাদিও পিতৃগণ গ্রহণ করেন না। জয়ন্তীতে ভোজন করিলে সমস্ত পিতৃগণ পাতিত হন।

দেবকন্যাগণ মূখে এরূপ কথা শুনিয়া রাজা তখন কিঞ্চৎ গম্ভীর পদ্প ও উপহার আনিয়া হর্ষমনে তাহাদের সহিত রত উদযাপন করিল। এই রতের প্রভাবে সেই রাজা চিত্রসেন পিতৃগণসহ হরিধামে গমন করিল। স্নাতরাং মথুরায় যাইয়া কৃষ্ণমুখাম্বুজদর্শনে যে ফল হয়, কৃষ্ণজন্মাষ্টমীরত করিলেও মানবগণ সেই ফল পায়। দ্বারকায় যাইয়া বিবেশ্বর হরিকে দর্শন করিলে যে ফল হয়, জন্মাষ্টমীরত করিয়া দীনজন সেই ফল প্রাপ্ত হয়।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীরত

ভাদ্রমাসে শুক্লাষ্টমীতে দিবাভাগে দ্বিপ্রহরে বৃন্দাবনস্থ রাভেল-ধামে শ্রীরাধিকা আবির্ভূত হন। এইখানে বৃষভানন্দ রাজা যমুনাতটে সন্তান লাভার্থ তপস্যা করিতেন। বৃষভানন্দ গৃহে দিব্যরূপিনী শ্রীরাধা প্রকটিত হইলে ত্রিভুবনে মহাসুখ ব্যাপ্ত হইল। কীর্তিদার ক্রোড়স্থ অপূর্ব কন্যার রূপের ছটায় দর্শাদিক্ আলোকিত হইল। যে সমস্ত ভাগ্যবান লোক তাঁহাকে একবার মাত্র নয়নে দর্শন করিল, তাহাদের জন্মার্জিত তাপ দূরীভূত হইল। দম্পতী বৃষভানন্দ ও কীর্তিদা তাঁহার চাঁদমুখ দর্শনে পরমানন্দিত হইল। গোপনারীগণের 'জয় জয় ধননী ও মংগলগীতে ভুবন ব্যাপ্ত হইল। তাহারা নানা বাদ্য সহকারে নৃত্য, গীত করিতে লাগিল। বৃষভানন্দ রাজা হর্ষভরে বিপ্রবন্দিগণে নানাবিধ বস্তু দান করিতে থাকিলে সকলের মূখে কেবল 'জয় রাধে জয় রাধে' ধ্বনি উঠিত হইল।

শ্রীহরির সন্তোষ বিধানের জন্য এই রত চারি বর্ণপ্রমীরই কতব্য। ভাদ্রমাসে শুক্লাষ্টমীর দিনে মধ্যাহ্নকালে অনুরাধা নক্ষত্রের যোগ হইলে এই রত করিতে হয়। মধ্যাহ্নকালে শ্রীরাধার আবির্ভাব। সপ্তমীরিকা অষ্টমীতে অনুরাধা নক্ষত্র থাকিলেও রত হইবে না, নবমীসংযুক্তা শুক্লাষ্টমীতে রত করিতে হইবে। মধ্যাহ্নকালে শ্রীরাধার আবির্ভাব হইলে বৃষভানন্দ রাজা সানন্দের সহিত মহোৎসব করিয়াছিলেন। এইহেতু সকল ভক্তবৃন্দ উক্ত আবির্ভাব দিনে দ্বিপ্রহরে শ্রীরাধিকার অভিষেক ও পূজাদির পর প্রসাদ সন্মান করিয়া মহোৎসব করিয়া থাকেন।

পদ্মপদরাগে সূত-শৌণক সংবাদে শৌণক সূত গোম্বামীকে প্রশ্ন

করিয়াছেন,—‘হে মহাপ্রাজ্ঞ! কোন কমে’ মানবগণ দুষ্টের সংসার-
সাগর হইতে পরিদ্রাণ লাভ করতঃ গোলোক যাইতে পারে, তাহা
আমাকে বলুন। রাধাষ্টমীর উত্তম মাহাত্ম্য বিবরণ সম্যক্রূপে
কীর্তন করুন।

সুত বলিলেন,—‘হে মহামতে! পুরাকালে নারদ ব্রহ্মাকে এই
প্রশ্ন করিয়াছিলেন। নারদ বলিয়াছিলেন,—‘হে সর্বশাস্ত্রবিদ্র।
রাধা জন্মাষ্টমীর বিষয় মদগ্রে কীর্তন করুন। তাহার পুণ্যফলই বা
কি? পূর্বে কেই বা উহার অনুষ্ঠান করিয়াছে? যাহারা অনুষ্ঠান
না করে তাহাদিগের বা কি পাপ হয়? সেই ব্রত কোন বিধানে
কোন সময় করিতে হয়? কোথা হইতেই বা রাধা জন্মিলেন?
এই সকল বিষয় সম্যক্রূপে কীর্তন করুন।’

ব্রহ্মা বলিলেন,—‘হে নারদ! শ্রীহরি ব্যতীত কেহই তাঁহার মহিমা
বলিতে সমর্থ হয় না। যে জন ভক্তিপূর্বক একবারও এই ব্রত করে,
তাহার কোটি-জন্মার্জিত ব্রহ্মহত্যা দি মহাপাপ সকলও তৎক্ষণাৎ নষ্ট
হয়। শত সহস্র একাদশীতে যে ফল লাভ হয়, রাধাজন্মাষ্টমীর
পুণ্য তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক। মেরুতুল্য সুবর্ণ দান করিয়া যে
ফল পাওয়া যায়, একবার মাত্র রাধাজন্মাষ্টমী করিলে তদপেক্ষা
শতগুণ অধিক ফল পাওয়া যায়। জনগণ সহস্র কন্যাদান করিয়া যে
ফল পাইতে পারে, বৃষভানুসূতার অষ্টমীতে সেই ফল পাওয়া যায়।
গঙ্গাদি তীর্থসমূহে স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, মানবগণ বৃক্ষপ্রাণ-
প্রিয়র অষ্টমীতে সেই ফল পায়। হেলায় বা অশ্রদ্ধায়ও যে পাপী
এই ব্রত করে, সে কোটিকূলে অশ্মিত (যুক্ত) হইয়া বিষ্ণুসদনে
গমন করে।

পুরাকালে কৃতযুগে সুশোভনা, হরিণীনেত্রা, চারুহাসিনা,
সুকেশী লীলাবতী নামে এক বারনারী বাস করিত। সে সুদৃঢ়
সুবহু পাপ করিয়াছিল; একদা সে ধনাকাঙ্ক্ষায় নিজপুত্র হইতে
নিঃসৃত হইয়া অন্যান্যগরে গমন করিল। সেখানে যাইয়া দেখিল—
সুন্দর দেবালয়ে রাধাষ্টমী-ব্রতপরায়ণ বহুজন গন্ধ, পুষ্প, ধূপ,
দ্বীপ, বস্ত্র ও নানাবিধ ফল দ্বারা ভক্তিভরে উত্তমা রাধামূর্তি পূজা
করিতেছে; কেহ গান করিতেছে, কেহ নৃত্য করিতেছে, কেহ উত্তম
শ্রব পাঠ করিতেছে, কেহ বা আনন্দে তালসহ বেণু, মৃদঙ্গাদি বাদন
করিতেছে। তাহাদিগকে তথাবিধ দর্শনে কৌতুহল সম্বিত হইয়া
সে তাহাদিগের সমীপে গমন করিল এবং বিনয়ান্বিত হইয়া
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—‘ওহে পুণ্যাত্মা সকল! তোমরা
মুদাম্বিত হইয়া কি করিতেছ?’

তাহার কথা শুনিয়া সেই পরকার্ষরত ব্রততৎপর বৈষ্ণবগণ তাকে
বলিতে আরম্ভ করিল, যেহেতু ভাদ্রমাসে সীতাষ্টমীতে শ্রীরাধিকা
জন্মিয়াছিলেন, অদ্য সেই অষ্টমী তিথি উপস্থিত; সে জন্য প্রযত্ন
সহকারে সেই অষ্টমীব্রত করিতেছি। নরগণের গোহত্যা জনিত পাপ,
ব্রহ্মহত্যাজাত অথবা স্ত্রীহরণ কিংবা গুরুদ্রুতপে শয়ন, বিশ্বাস-
ঘাতকতা বা স্ত্রীহত্যাজাত এই সকল পাপই এই অষ্টমীব্রত কৃত হইলে
আশু বিনাশ করে।’ তাহাদিগের এই বচন শ্রবণে সে পুনঃপুনঃ
বিবেচনা করিয়া ‘আমিও এই ব্রত করিব’ এইরূপ নিশ্চয় করতঃ
সেইখানে সেই ব্রতগণসহ সেই উত্তম ব্রত করিল। পরে সেই নির্মালা
দৈবাৎ সপরিঘাতে পণ্ডিত প্রাপ্ত হইল। তখন ষমের আজ্ঞানুসারে
তদীয় দূতগণ পাশ-মুদ্রগর হস্তে তাকে লইয়া যাইবার জন্য সমাগত

হইল। তাহারা ক্রুদ্ধাচিত্তে তাহাকে বন্ধন করিয়া যখন যমসদনে লইয়া যাইবার জন্য মনস্থ করিল, তখন শঙ্খ-চক্র-গদাধর বিষ্ণুদেবগণ রাজহংসযুক্ত হিরন্ময় একখানি বিমানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ত্বরান্বিত হইয়া চক্রদ্বারা পাশ-সকল ছেদনপূর্বক সেই গতকন্মষা নারীকে রথে আরোহণ করাইল এবং গোলোকাখ্য মনোহর, বিষ্ণুপুত্রে লইয়া গেল। সেই বেশ্যা সেই রত প্রসাদে তথায় রাধাকৃষ্ণসহ অবস্থান করিতে লাগিল।

হে নারদ! যে মূঢ়ধী রাধাষ্টমীরত না করে, শতকোটি কল্পেও তাহার নরক হইতে নিষ্কৃতি নাই। যে সকল নারী রাধাকৃষ্ণের প্রীতিকর সর্বপাপনাশক এই শূভপ্রদ রত না করে, তাহারা অন্তে যমপুত্রে যাইয়া চিরতরে নরকে পতিত হয়। তারপর কদাচিত্ জন্মলাভ করিয়াও নিশ্চয়ই বিধবা হয়। হে বৎস! একদা পৃথিবী দুর্ভিক্ষে পীড়িতা হইয়া গো-রূপ ধারণ করতঃ অতি দীনভাবে আমার নিকট আগমন করিল এবং পুনঃপুনঃ রোদন করিতে করিতে দুঃখ নিবেদন করিল। আমি তাহার সেই বাক্য আকর্ষণ করিয়া বিষ্ণু সন্নিধানে গমনপূর্বক পৃথিবীর দুঃখ কাহিনী নিবেদন করিলাম। তিনি বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! দেবগণসহ ভূতলে গমন কর। আমিও পশ্চাৎ মদীয় গণসহ তথায় যাইব। আমি তাহা শুনিয়া দেবগণসহ পৃথিবীতে আগমন করিলাম। তারপর ভগবান্ কৃষ্ণ প্রাণগরীয়সী রাধাকে আহ্বানপূর্বক এই বাক্য বলিলেন,—হে দৌৰি! তুমি পৃথিবীর ভার বিনাশ নিমিত্ত মত্তমন্ডলে গমন কর। এই কথা শুনিয়া ত্রিরাধা পৃথিবীতে আগমন করিলেন। ভাদ্রমাসে সিতপক্ষে অষ্টমী সংক্রান্তি তিথিতে বৃষভানন্দের যজ্ঞভূমিতে দিব্যভাগে যজ্ঞ করণার্থ

যখন উহা শোধান করিতেছিলেন তখন সেই দিব্যরূপিণী কন্যা জ্ঞাত হইলেন। রাজা তাহাকে পাইয়া আনন্দমনে নিজ মন্দিরে লইয়া গেলেন এবং স্বীয় মহিষী কীর্তিদার হস্তে প্রদান করিলেন। সেই মহিষী স্বানন্দে তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। হে বৎস! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা আমি তোমাকে বর্ণনা করিলাম। ইহা অতিশয় প্রযত্ন সহকারে গোপনীয়, সংশয় নাই; সূত বলিলেন,—যে জন ভক্তিসহকারে এই চতুর্বর্গফলপ্রদ এই রাধা মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে সর্বপাপবিনমুক্ত হইয়া অন্তে শুদ্ধাভিজ্ঞাভাভে শ্রীহরির ধামে গমন করে।

শ্রীশ্রীকার্তিকব্রত

কার্তিকমাসে রাহির শেষধামে জাগরণান্তে উথান, শূচি হইয়া স্তবপাঠ, ভগবানের মঙ্গল আরত্নিক দর্শন, ব্রতধারণ করিয়া প্রাতঃস্নান, তুলসী, মালতী, পদ্ম ও বকপুষ্প দ্বারা হৃষীকেশের পূজা এবং শ্রীনামকীর্তন করা কর্তব্য। এই মাসে বৈষ্ণবগণসহ মিলিত হইয়া ভগবৎকথা সেবন এবং দিব্যরাত্র ধূপ ও তিলতৈল দীপ দ্বারা দামোদরের পূজা করা উচিত। কার্তিকমাসে মৌন হইয়া ভোজন, ঘৃতদীপ কিংবা তিলতৈল দীপ দান করা ব্রতীর কর্তব্য। আশ্বিনের শুদ্ধপক্ষের একাদশী বা পূর্ণিমা হইতে কার্তিকব্রত আরম্ভ করিতে হয়। কার্তিকমাসে হরিসন্নিধানে বা দেবালয়ে, তুলসী সমীপে অথবা গগণে দীপ দান করা বিধেয়।

পদ্মপুত্রেণ শৌনক সূত গোম্বামীকে বলিয়াছেন,—হে সূত! কার্তিকব্রতের ফল কি? ইহা না করিলেই বা দোষ কি? আমার

অগ্রে কার্তিকব্রতের মাহাত্ম্য বলুন। সূত বলিলেন,—হে মূর্খ-শ্রেষ্ঠ! জৈমিনির প্রশ্নে ব্যাসদেব যাহা বলিয়াছিলেন,—তাহা কীতন করিতেছি। শুভদ কার্তিকমাসে যে ব্যক্তি মৎস্য, তৈল ও মৈথুন ত্যাগ করে, সে বহুজন্মকৃত পাপে মুক্ত হইয়া হরিগৃহে গমন করে। যে নর কার্তিকমাসে মৎস্য ও মৈথুন ত্যাগ না করে, সে নিশ্চয় প্রতি জন্মে অজ্ঞান স্বাবরাদি ও শূকর জন্ম লাভ করে। মানবগণ কার্তিকমাসে তুলসীপত্র দ্বারা জনাদর্শনের পূজা করিলে পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। কার্তিকমাসে যে বকপদ্প দ্বারা জনাদর্শনের পূজা করে, সে হরির কৃপায় দেবগণেরও দুলভ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যে নর সপিসংযুক্ত (ঘৃত যুক্ত) সুরস হরিকে দান করে, সে সর্বপাপে মুক্ত হইয়া হরিমন্দিরে গমন করে। যে নর কার্তিকমাসে একটিমাত্র পদ্মও যদি দান করে, সে পাপবর্জিত হইয়া অন্তে বিষ্ণুপদে গমন করে। যে নর হরিপ্রিয় কার্তিকমাসে প্রাতঃ-স্নান করে, সে সর্বতীর্থে স্নান করিলে যে ফল, সেই ফল পায়। যে নর কার্তিকমাসে নভোমণ্ডলে দীপ দান করে, সে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ মুক্ত হইয়া হরিগৃহে গমন করে। হে দ্বিজ! কার্তিকে হরির প্রীতি কামনায় যে দীপ দান করে, হরি তাহার প্রতি সদা তুষ্ট থাকেন। যে জন কৃষ্ণমন্দিরে সমুদ্র দীপ দান করে তাহার মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বালিতেছি শ্রবণ কর।

দ্রেতাষুর্গে বৈকুণ্ঠ নামে একজন শূচি ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সেই দ্বিজ একদা কার্তিকমাসে গ্রীহরির পুরোভাগে ঘৃতপূর্ণ দীপ দান করিয়া গৃহে গমন করিলেন। সেই সময় এক মূর্খিক ঘৃত খাইতে আরম্ভ করিলে প্রদীপ উজ্জ্বল হইল; অর্মানি সে প্রাণভয়ে

পলায়ন করিল। পলায়ন কালে এক সর্প কতৃক দংশিত হইয়া সে প্রাণত্যাগ করিল। তখন ষমদূতগণ আসিয়া তাহাকে রঞ্জিবদ্ধ করতঃ লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। অর্মানি শঙ্খ-চক্র-গদাধর চতুর্ভুজ বিষ্ণুদূতগণ বনক নির্মিত এক বিমানে করিয়া তথায় আগমন করিল। সেই দূতগণ দ্রুত পাশ ছিন্ন করিয়া ষমকঙ্করগণকে কহিল,—‘হে মূঢ়গণ! এ মূর্খিক বিষ্ণুভক্ত; ইহাকে বৃথা বন্ধন করিয়াছিস। যদি তোদের জীবনের আশা থাকে, তবে শীঘ্র প্রত্যাবর্তন কর।’ এই কথা শুনিয়া ষমদূতগণ প্রকম্পিত কায়ে জিজ্ঞাসা করিল,—‘হে বিষ্ণুদূতগণ! তোমরা ইহাকে কোন্ পুণ্যপ্রভাবে বিষ্ণুপদে লইয়া যাইতেছ? এ মহাপাপী; যমালয়ে শাস্তি বিধানই এর কর্তব্য।’ বিষ্ণুদূতগণ বলিল,—এই মূর্খিক বাসুদেবের পুরোভাগে প্রদীপ বোধন (উৎকলে দেওয়া) করিয়াছে; সেই কম বশতই ইহাকে বিষ্ণুমন্দিরে লইয়া যাইতেছি।’

যে ব্যক্তি অনিচ্ছায়ও বিষ্ণুর অগ্রে দ্বীপের বোধন করে, সে কোটিজন্মার্জিত পাপ পরিহার করতঃ হরির গৃহে গমন করে। কার্তিকমাসে একাদশী তিথিতে যে নর ভক্তি সহকারে প্রদীপ দান করে, তাহার পুণ্য আখ্যান করিতে গ্রীহরির ভিন্ন আর কেহই সমর্থ নহে। যেজন হরির গৃহে ভক্তিপূর্বক ঘৃতপূর্ণ দীপ দান করে, তাহার সহস্র অশ্বমেধেই বা কি প্রয়োজন? অশ্বমেধকর্তা স্বর্গে গমন করে, কিন্তু কার্তিকে দীপদাতা হরিমন্দিরে বৈকুণ্ঠে গমন করে। বিষ্ণুদূতগণের মূখে এরূপ বাক্য শুনিয়া সেই ষমদূতগণ যথাস্থানে গমন করিল। তখন বিষ্ণুদূতগণ সেই মূর্খিককে রথে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিল। শত মন্বন্তর কাল সে বিষ্ণুসান্নিধ্যানেই

দেখিয়া সে রোদন করতঃ মূর্ছিত হইল। সেই মূঢ়া রোরুদ্যমানা হইয়া বলিতে লাগিল,—‘হায় ! হায় ! আমি স্বামীকে হত্যা করিয়া পর পুরুষের জন্য আসিলাম ; কিন্তু সেই জারকে শাদুলে ভক্ষণ করিয়াছে। এখন কি করিব ! কোথায় যাইব ! আমি বিধাতা কতৃক বঞ্চিত হইলাম। তারপর কলিপ্রিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া স্বামীর মূখে মৃদু দিয়া বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিল,—‘হা নাথ ! আমি কি দারুণ কৰ্ম্মই করিয়াছি ! কোন্ লোকেই বা যাইব ! হা স্বামিন ! একটিবার কথা কও। আমি তোমাকে যথাকাম ভৎসনা করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমার যেন কোন অপরাধই নাই এমনভাবে ব্যবহার করিয়াছ।’

এইরূপ বিলাপ করিয়া সেই ভ্রষ্টা পতিচরণে প্রণামপূর্বক অন্য নগরে গমন করিল। সেই ঘোষণা সেইস্থানে প্রবিষ্টা হইয়া প্রাতে নর্মদায় স্নানপর বহুপুণ্য বৈষ্ণবগণকে দেখিতে পাইল। আরও দেখিল, নদীতে রমণীগণ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, নানাবিধ ফল, মৃদুধ্বাস ও শঙ্খনাদ মহোৎসব সহকারে ভক্তিবৃষ্টিতে রাধাদামোদরের সপরিবার (পূজা) করিতেছে। ইহা দর্শনে বিনয়ান্বিত হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, হে স্ত্রীগণ ! তোমরা এ কি কাৰ্য্য করিতেছ ? স্ত্রীগণ বলিল,—‘হে মাতঃ ! সর্বমাসোত্তম শুভ কার্তিকমাসে রাধাদামোদরকে পূজা করিতেছি। ইহাতে কোটিজন্মার্জিত পাপ বিনষ্ট হইয়া যাইবে।’ ইহা শুনিয়া সেই ঘোষণা বলিল,—‘আমিও তোমাদের সহিত ঐরূপ পূজা করিব’ বলিয়া সে স্ত্রীগণের সঙ্গে সপরিবার করতঃ নির্মলা হইয়া পৌর্ণমাসীতে নিধন প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর যশস্করগণ আসিয়া ক্রোধে চর্ম্মরঞ্জক দ্বারা তাহাকে

বন্দন করিল। তখন স্বর্ণময় বিমানে বিষ্ণুদুতগণ আগমন করিয়া চক্রদ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। সেই প্রহারে যমদুতগণ পলায়ন করিল। অতঃপর সেই নারী বিমানে আরুঢ় বিষ্ণুদুতগণে বোঁচঁতা হইয়া বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিল। যে নারী বা পুরুষ কার্তিকে রাধাদামোদরের অর্চন করে, সে ত্যক্তপাপা হইয়া গোলোকাখ্য মনোহর ধামে পূজা প্রাপ্ত হয়। ভক্তিসহকারে সমাহিত হইয়া যে নর বা নারী ইহা শ্রবণ করে, তাহার কোটিজন্মার্জিত পাপ বিনষ্ট হয়।

শ্রীশ্রীরামনবমী ব্রত

চৈত্রমাসের শুক্লা-নবমীতে শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐদিন উপবাস করিতে হয়। অষ্টমী-সংযুক্তা নবমীতে উপবাস কর্তব্য নহে। শুক্লা নবমীতে উপবাসী থাকিয়া দশমীতে পারণ করিতে হয়। রামনবমীতে একটি বিশেষস্থলে অষ্টমীবিকা নবমীতে উপবাসের বিধি দেখা যায়। নবমী যদি অষ্টমী-সংযুক্তা হয়, তাহা হইলে সাধারণ বিধি অনুসারে সেইদিন ব্রত হইতে পারে না। কিন্তু ঐ অষ্টমীবিকা নবমী যদি অগ্নি সময় স্থায়ী হয় এবং তাহার একদিন পরে যে একাদশী হইবে, তাহা যদি শুক্লা হইয়া উপবাসযোগ্য হয়, তাহা হইলে ঐ অষ্টমীবিকা নবমীতে উপবাস না করিলে, দশমী ও একাদশী এই দুইদিনেই উপবাস করিতে হয় ; তাহাতে রামনবমীর পারণ হয় না বলিয়া সেই ব্রত সিদ্ধ হয় না। সেইজন্যই বিধি করা হইয়াছে যে, অষ্টমীবিকা নবমীর একদিন পরের যে একাদশী, তাহা যদি শুক্লা ও ব্রতযোগ্য হয়, তাহা হইলে ঐ অষ্টমীবিকা নবমীতেই

রামনবমীর উপবাস করিতে হইবে এবং তৎপরিদিন দশমীতে পারণ করিতে হইবে। এইরূপ না করিলে দশমীতে পারণ হইতে পারে না। অথচ শাস্ত্রে দশমীতে পারণের জন্য নিশ্চিত বিধান দেওয়া আছে। শ্রীরামনবমী যদি পুনর্বসু-নক্ষত্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে বিশেষ ফলদায়িনী হয়। কারণ পুনর্বসু-নক্ষত্রযুক্ত নবমীতেই শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব।

পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে, যথা—শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব চক্রাঙ্ক নগরে প্রবেশ করিলে সুবাহু রাজার পুত্র বিচিত্র ও দমন অশ্বকে বন্ধন করিল। তৎপর অশ্বরক্ষক শত্রুঘ্নের সহিত রাজপুত্র-দ্বয়ের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজাও রথায়ত্ন হইয়া মহাবলশালী হনুমানের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কপিবর হনুমান মহাবেগে লক্ষ দিয়া সুবাহু রাজার বক্ষে পদাঘাত করিল। সেই পাদ প্রহারে রাজা মর্দিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। সেই প্রপীড়িত রাজা সমরাসনে মর্দিত থাকিয়া এক স্বপ্ন দেখিলেন যে, শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় সরযুতীরে বহুসংখ্যক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তথায় ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের লোক সকল কৃতাজলি লইয়া তাঁহার স্তব করিতেছেন। নারদাদি ঋষিগণ বীণাবাদন সহকারে নবদর্বাদল শ্যাম শ্রীরামের গুনগান করিতেছেন। তথায় ঘৃতাচী ও মেনকা দি অঙ্গরা সকল নৃত্য করিতেছে। বেদসকল মূর্তিমান হইয়া শ্রীরামকে স্তব করিতেছেন। এককালে রাজা সুবাহু ব্রহ্মশাপে হতজ্ঞান হইয়াছিলেন, এক্ষণে এইরূপ স্বপ্ন দর্শনে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া যেন জাগরিত

হইলেন এবং ‘একি দেখিলাম’ বলিতে বলিতে অসংখ্য ভূত্য ও রথিগণে পরিবৃত্ত হইয়া শত্রুঘ্নের চরণপ্রান্তে গমন করিতে লাগিলেন। সেই ধার্মিক রাজা স্বীয় পুত্রগণকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিয়া কহিলেন,—‘হে পুত্রযুগল! আমার এই ধর্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ কর, যুদ্ধ করিও না। হে পুত্র! তোমরা শত্রুঘ্নের অশ্ব ধারণ করিয়া অতি অন্যায় কাৰ্য করিয়াছ। কারণ শ্রীরাম মনুষ্য-দেহধারী সামান্য মানব নহেন, তিনি চরাচর অখিল জগতের প্রভু, কাৰ্যকারণের অতীত পরম ব্রহ্ম। হে অনঘগণ! পূর্বে অসিতাঙ্গ মর্দনের শাপে আমার জ্ঞানরত্ন অপহৃত হইয়াছিল, এক্ষণে এই ব্রহ্মবিজ্ঞান আমি জানিতে পারিয়াছি। পূর্বে একদা আমি ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার বাসনায় তীর্থস্থানে গমনপূর্বক অসিতাঙ্গ মর্দনের নিকট গমন করি। তিনি কৃপা করিয়া আমার প্রতি বলেন, ‘অযোধ্যাধিপতি যে শ্রীরাম, তিনিই পরব্রহ্ম শব্দের প্রতিপাদ্য এবং তদীয় পত্নী যে জানকী, তিনিই সাক্ষাৎ চিন্ময়ী প্রকৃতি। যোগিগণ দুষ্টের সংসার পারাবার পার হইবার বাসনায় নিরন্তর হৃদয়ক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। সেই ভগবানকে স্মরণ মাত্রেই তিনি মহাপাপ হরণ করিয়া থাকেন। যে বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহাকে সেবা করেন, তিনি নিঃসন্দেহে সংসার হইতে নিস্তার লাভ করিবেন।’ তৎকালে এই কথা শুনিয়া আমি সেই বিপ্রবরকে উপহাস করিয়া বলিয়াছিলাম, সেই রাম আবার কে? তিনি ত মানুষ্য এবং হর্ষশোক বশীভূতা, সেই দেবীই বা কিরূপে চিন্ময়ী হইবেন। যিনি জন্মবিহীন, তাহার আবার কিরূপে জন্ম হইবে? এবং যিনি নিষ্কিয় তিনি কি প্রকারে রাবণবধাদি কাৰ্য করেন? আপনি জন্মজরাদি দুঃখের অতীত ব্রহ্মের বিষয় বলুন।

সেই প্রাজ্ঞ মর্দিন আমাকে এইরূপ বলিতে শুনিয়া অভিসম্পাত করিলেন,—‘রে অধম ! তুই ব্রহ্মের স্বরূপ না জানিয়াই আমার কথায় প্রত্যুত্তর করিতেছিস ? তুই যখন শ্রীরামকে মানুষ্য বলিয়া উপহাস ও নিন্দা করিতেছিস, তখন তুই তত্ত্ববিষয়ে বিমূঢ় হইয়া কেবল আত্মোদর পূরণে প্রবৃত্ত হইবি। সেই সময় আমি তাঁহার চরণদ্বয় ধারণ করিলে তিনি পুনরায় বলেন, হে নৃপ ! তুমি যখন শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞের বিঘ্নাচরণ করিবে, তখন হনুমানের পদপ্রহারে শ্রীরামকে জানিতে পারিবে। স্বীয় ধীশক্তি দ্বারা কদাচ বন্ধিতে পারিবে না। পূর্বে মর্দিনবর আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, অধুনা স্বপ্নে তদুপই দর্শন করিলাম। হনুমান ক্রুদ্ধ হইয়া যে সময়ে আমার বক্ষস্থলে পদাঘাত করে, তৎকালেই আমি সেই রমানাথ শ্রীরামচন্দ্রকে পূর্ণব্রহ্মস্বরূপে দর্শন করিয়াছি। অতএব হে মহাবলশালী পুত্রগণ ! সেই মাল্যাদিশোভিত যজ্ঞের অশ্বটি আনয়ন কর ; আমি সেই অশ্ব এবং বহুল ধনসম্পত্তি, বসনাদি, অধিক কি মদীয় এই রাজ্য পর্যন্ত তাঁহার চরণে সমর্পণ করিব। অতএব হে পুত্রগণ ! রাম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দেবতা, রাম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রত, রাম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যোগ, রাম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যজ্ঞ কিছুই নাই। রামকে স্মরণ, শ্রীরামের নাম জপ, শ্রীরামকে পূজা করিলে মানব সংসার হইতে নিস্তার লাভ করেন। চণ্ডালও শ্রীরামকে স্মরণ কমিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। সেইহেতু মনোহর মূর্তি শ্রীরামচন্দ্রকেই সর্বপ্রথমে ভজনা কর, তাহা হইলে সংসার-পারাবার গোম্পদবৎ তুচ্ছ জ্ঞান হইবে।’

অগস্ত্য সংহিতায় বর্ণিত আছে—যে বিমূঢ়মতি শ্রীরামনবমীদিনে

উপবাসী থাকে না, সে কুষ্ঠীপাক নরকে পচ্যমান হয়। শ্রীরামনবমী কোটি সূর্যগ্রহণ অপেক্ষাও অধিক। যিনি অতীন্দ্রত হইয়া রামনবমীতে উপবাস করেন, তাঁহাকে আর জননীজঠরে প্রবেশ করিতে হয় না। এই রামনবমী ব্রতানুষ্ঠান করিয়া নিখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্ম রঘুবরকে লাভ করা যায়। হরিপরায়ণ ব্যক্তিগণ অষ্টমীবিক্রা নবমী বজ্রন করিয়া শুদ্ধা নবমীতে উপবাস করতঃ দশমীতে পারন করিবেন।

শ্রীশিবচতুর্দশী ব্রত

ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির জন্য এই ব্রতানুষ্ঠান করা বৈষ্ণবগণেরও কতব্য। কুম্ভপুরাণে স্বয়ং শ্রীহরি ভৃগু মর্দিনকে বলিয়াছেন,—‘নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তিগণের বৈকুণ্ঠে গতি হয় সত্য, কিন্তু শিবদেবী হইলে তাঁহাদিগের ঐ বিষ্ণুধাম প্রাপ্তি হয় না। শিবনিন্দাপূর্বক সতত একান্তভাবে আমাকে পূজা করিলেও অমৃত সংখ্য নরকে ঘাইতে হয়। মন্ডিত শিবদেবী হইলে চন্দ্রসূর্যস্থিতি যাবৎ তাহাদিগকে নরকে পচ্যমান হইতে হয়। যিনি শিব, তিনিই আমি ; যে আমি, সেই শিব ; আকাশ ও বায়ুর অভেদের ন্যায় গুণাবতাররূপে একত্বহেতু শিব বৈষ্ণবাগ্ৰগণ্য ; অতএব সদাচারবশতঃ শিবরাত্রি ব্রতানুষ্ঠান করা বৈষ্ণবের উচিত।

স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে,—মাঘ ও ফাল্গুন মাসের মধ্যবর্তী কৃষ্ণাচতুর্দশীই শিবরাত্রি বলিয়া অভিহিত। ভুলোকে যত শিবলিঙ্গ আছেন, চতুর্দশী রজনীতে দেবশঙ্কর সেই সমুদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন ; তন্মধ্যে ঐ চতুর্দশী তিথিকে শিবরাত্রি বলা হয় ; উহা

শিবের প্রিয়তিথি, সকলের পক্ষেই শুদ্ধা চতুর্দশী তিথিতে উপবাস করা উচিত, কিন্তু দ্বয়োদশীবিকা রত বৈষ্ণবের কতব্য নহে। যিনি চতুর্দশীতে শিবপূজা করিয়া নিশা জাগরণ করেন, তাঁহাকে জননীর স্তন্যপান করিতে হয় না অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না।

পদ্মপুরাণে গৌরীর প্রশ্নে মহেশ্বর বলিয়াছেন,—মাঘ ও ফাল্গুন মাসের মধ্যে যে কৃষ্ণাচতুর্দশী, তাহাতে উপবাস ও জাগরণ করিলে মহাদেব পূজিত হইয়া ভূক্তিমুক্তি প্রদান করেন। যেমন একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে বিষ্ণুর অর্চনা করিলে সর্বপ্রকার কামনা সিদ্ধ হয়। সেইরূপ শিবরাত্রিরত করিলে মহাদেব রতীকে নরক হইতে গ্রাণ করেন। পুরাকালে অবদদেশে সন্দর সেন নামে এক পাপিষ্ঠ নিষাদরাজ বাস করিত। একদা ঐ নিষাদরাজ কুকুর সঙ্গে লইয়া মৃগয়াার্থ বনে গিয়াছিল। দৈবযোগবশতঃ সেই ব্যাধ মৃগাদি কোন পশু না পাইয়া ক্ষুধা ও পিপাসাতে সমধিক কাতর হইয়া পড়িল। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইলে সেই নিষাদ পর্বতোপরি আরোহণ করিয়া কোন সরোবর তীরে নিকুঞ্জ মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। সেই নিকুঞ্জ মধ্যে একটি বিলম্বক্ষ ও তাহার তলদেশে শিবলিঙ্গ ছিল। ব্যাধ নিজ শরীর রক্ষার্থে সেই নিকুঞ্জমধ্যে অবস্থান কালে নিম্নস্থ সেই শিবলিঙ্গের উপর বিলম্বপত্র-সকল পতিত হইয়াছিল। ব্যাধ তাহা কিছুই জানিল না। সেই নিকুঞ্জমধ্যে ধূলি পরিষ্কার করণমানসে জলসেক করায় ঐ লিঙ্গ স্নাত হইল। প্রমাদ-বশতঃ ব্যাধের হস্ত হইতে একটি বাণ ভূমিতে পতিত হইল; ব্যাধ জানুদ্বারা ভূতলে নত হইয়া সেই লিঙ্গ স্পর্শ করতঃ সেই বাণ গ্রহণ করিল। এই সকল কারণে সেইদিনে ব্যাধের স্নান, পূজন ও জাগরণ

সিদ্ধ হইল। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে ব্যাধ আপন আবাসে গমন করিয়া ভাষ্যপ্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিল। ক্রমে ব্যাধের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে ষমদূত আসিয়া ব্যাধকে পাশদ্বারা বন্ধনপূর্বক ষমপুত্রে নয়নার্থ প্রস্থান করিল। এমন সময় আমার দূত যাইয়া ষমদূতকে জয় করিয়া ব্যাধকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিল। পরে সেই ব্যাধ কুকুরের সহিত মদীয় পুত্রে আগমন করিয়া আমার পার্শ্বচরগণ মধ্যে নির্বিঘ্ট হইয়া রহিল। এইরূপে ব্যাধ অজ্ঞান বশতঃ উপবাস করিয়াও ঐদৃশ ফল লাভ করিল।

যাহারা জ্ঞানতঃ এই শিবরাত্রিরত করে তাহাদের সর্বাধ পাপক্ষয় হইয়া থাকে। এই রতে দ্বয়োদশী দিনে রতী শিবের অর্চনা করিয়া সংযতভাবে থাকিবে। চতুর্দশীদিনে প্রাতঃকালে এইরূপ সংকল্প করিবে—হে মহেশ্বর! আমি অদ্য চতুর্দশীরাত্রিতে উপবাস-পূর্বক জাগরণ করিয়া শক্তি অনুসারে পূজা, দান, জপ ও হোম করিব। চতুর্দশীতে উপবাস করিয়া পরাহে পারণ করিব, তুমি আমার বাসনা পূর্ণ কর। পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা শিবলিঙ্গ স্নান করাইয়া পরে গুরুদেবের নিকট মন্ত্র ও তাহার পূজাপ্রণালী শিক্ষা করণীয়। বৈষ্ণব হইয়া শিবরাত্রিরত করিলে কৃষ্ণভক্তিরস-সারবর্ষা রুদ্রের প্রসাদে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভক্তি বর্ধিত হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রী একাদশী ব্রত

একাদশী ব্রত সকলের পক্ষে অবশ্যই পালনীয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, স্ত্রী বা পুরুষ, সধবা কিংবা বিধবা এবং ব্রহ্মচর্য, গাহস্থ, বানপ্রস্থ ও সম্র্যাস এই চারি বর্ণাশ্রমীর মধ্যে এই ব্রতটী কতব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রীলোক—ইহাদের মধ্যে যে কেহই হউক না কেন, সকলেরই একাদশী ব্রত কতব্য; কারণ ইহা বিষ্ণুর প্রীতিকর এবং এই ব্রত পালন করিলে মায়া-বন্ধনাদি হইতে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। যে কোন আশ্রমীই হউক না কেন, হরিবাসরে অন্নভোজন করিলে গোমাংস ভক্ষনের তুল্য পাপ হয়। বিধবা হইয়া একাদশীতে অন্নাহার করিলে তাহার সমস্ত সৃকৃত বিনাশ পায় এবং দিন দিন তাহাকে প্রাণহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়। সধবার পক্ষে একাদশীও কতব্য। আট বৎসর হইতে আশী বৎসর বয়স পর্যন্ত সকলের পক্ষে একাদশী ব্রত পালনীয়। ব্রহ্ম-হত্যা দি ঘাণতীয় পাতক হরিবাসর দিনে অন্নকে আশ্রয় করে; সুতরাং ঐ দিনে অন্ন ভক্ষন করিলে পাপ ভক্ষন করাই হয়। একাদশীতে অন্ন ভক্ষন করিলে পিতৃগণসহ নরকগামী হইতে হয়।

যতক্ষণ একাদশী তিথি বর্তমান থাকিবে, ততক্ষণমাত্র উপবাসী থাকিলেই যে ব্রত করা হয় তাহা নহে; যে সময়ে উপবাস করিলে শাস্ত্রাবধি অনুসারে ব্রত পালন হয়, সেই সময়েই উপবাস করিতে হয়। এই ব্রতে প্রায়ঃশই দ্বাদশীর যোগ থাকে; কোনও কোনও সময় কেবল দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিতে হয়। তাহাতে ব্রতভঙ্গ হয় না; কারণ একাদশী ও দ্বাদশী তিথি শ্রীহরির প্রিয়তমা বলিয়া উপবাসযোগ্য। হরিবাসর ব্রত পালনে আহার ত্যাগপূর্বক শ্রবণ-

কীর্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান অন্যদিন অপেক্ষা একটু বিশেষরূপে অবশ্য কতব্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিজনক শ্রবণ-কীর্তনাদি অপেক্ষা বড় মহোৎসব আর নাই।

যাঁহারা ব্যাধিগ্রস্ত বা অসমর্থ, তাহারা নিরম্বদ উপবাসে অক্ষম হইলে ফল, মূল, দ্রুখাদি গ্রহণ করিয়া অনুকল্প করিতে পারেন। যদি কেহ বলেন, 'সাধারণ অম্মে পাপ আশ্রয় করে বটে, কিন্তু মহাপ্রসাদে ত পাপ আশ্রয় করে না; সুতরাং মহাপ্রসাদ গ্রহণে দোষ কি? মহাপ্রসাদ অবজ্ঞা করা কি ঠিক?' এই উক্তি সঙ্গত নহে; শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই একাদশী ব্রতের মূখ্য উদ্দেশ্য। পাপ ভক্ষণ হইল কি না হইল, ইহা নিজের সুখদুঃখের কথা ভাবা হইল, কৃষ্ণপ্রীতির প্রতি লক্ষ্য হইল না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-প্রীত্যর্থ 'একাদশীতে মহাপ্রসাদও ত্যজ্য। কৃষ্ণপ্রীতিলক্ষ্যে ব্রত রক্ষার জন্য মহাপ্রসাদ ত্যাগে অবজ্ঞা করা হয় না। মাধবেন্দ্রপুত্রী নানা উপচারে গোবর্দ্ধনে গোপালের ভোগ লাগাইয়াও তিনি রাগিতে দ্রুখমাত্র পান করিলেন, অন্য কোন প্রসাদই গ্রহণ করিলেন না। মহাপ্রসাদে অবজ্ঞাজনিত তাঁহার কোন পাপ হইয়াছিল বলিয়া শাস্ত্র বলেন না। মহাপ্রসাদ গ্রহণ নিজের দেহরক্ষা ও ভক্তিপটুটির জন্য। কিন্তু একাদশী ব্রত করা হয় শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির জন্য।

ভক্তমাল গ্রন্থে বর্ণিত আছে,—'হরিবংশ নামক ভক্ত অন্তর্নিহিত-দেহে শ্রীমতীর কুণ্ডল অব্বেষণ করিয়া দেওয়ায় শ্রীমতী অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহার চর্চিত তাম্বুল দান করেন। ঐ তাম্বুল তিনি হস্তে লাভ করিলে তাঁহার অন্তর্দর্শা ভঙ্গ হইল। তিনি আনন্দের আতিশয্যে উক্ত তাম্বুল মুখে দিলেন।

কিন্তু তাঁহাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইয়াছিল—কারণ সেইদিন ছিল একাদশী তিথি। যিনি সিন্ধু মহাত্মা, যাঁহার অন্তর্নিহিত দেহের সেবা স্বয়ং বৃষভানন্দ-নাশ্বিনী গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি রাগমাগের ভক্ত হইয়াও ব্রতলঙ্ঘন-জনিত প্রত্যবায়গ্রস্ত হইলেন। তিনি যদি ঐ চর্চাতাম্বুল তখন রাখিয়া দিয়া ব্রতের অন্তে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কোন প্রত্যবায় হইত না। সুতরাং একাদশী ব্রতদিনে বৈষ্ণবের পক্ষে মহাপ্রসাদও পরিত্যজ্য।

অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পরের দিনের সূর্যোদয় পর্যন্ত একাদশী থাকিলে তাহাকে সম্পূর্ণা বলা হয়। অরুণোদয়বিহ্বা ও দশমীবিক্রা একাদশী ব্রতের অযোগ্য। পরবিহ্বা বা দ্বাদশী-সংযুক্তা একাদশী উপবাসযোগ্য। কিন্তু কোনও কোনও সময়ে দশমীবোধদ্বন্দ্বী সম্পূর্ণা একাদশী পরিত্যজ্য হয়। সম্পূর্ণা একাদশী যদি বর্জিত হইয়া দ্বাদশী-দিনেও যায়, আর যদি দ্বাদশী বর্জিত না হইয়া দ্বয়োদশী-দিনে সূর্যোদয় পর্যন্তই থাকে, কিন্তু সূর্যোদয়ের পরে যদি না থাকে, তাহা হইলে সম্পূর্ণা একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীর দিনে উপবাস করিতে হইবে। বিশিষ্ট্য বলিয়াছেন—পণ্ডিত ব্যক্তি দশমী-সংযুক্তা একাদশীতে উপবাস করিবেন না। ঐ একাদশীতে উপবাস করিলে অপত্যনাশ হয় এবং স্বর্গলোকে গতিরুদ্ধ হয়। ব্রহ্মপুত্রাণে ব্রতখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে—মোহবশতঃ দশমী সংযুক্তা একাদশীতে উপবাস করিলে মানব ইহলোকে কিংবা পরলোকে কোথাও সুখলাভ করিতে পারে না। ধৃতরাষ্ট্র মৈত্রেয়মুনির নিজ পুত্র মরণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, মুনিবর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—‘হে রাজন! তোমার পুত্রদিগের বিয়োগের কারণ এই যে, তুমি পূর্বে ভাষার সহিত

দশমীবিক্রা একাদশীতে উপবাস করিয়াছিলে।’ উক্ত পুত্রাণে বাস্মীক মুনিকে সীতাদেবী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—‘হে মুনে! আমি সৈবিরণী পত্নী নহি ও আমি অপতিব্রতা নহি এবং আমার এই জন্মে কোন পাপ করি নাই; আমি অন্য জন্মে কি পাপ করিয়াছিলাম যে আমার এত দুঃখ? রামপত্নীর এই বচন শ্রবণ করিয়া মুনিবর বাস্মীক দীর্ঘকাল ধাবৎ চিন্তা করিয়া এইরূপ বলিলেন,—‘হে দেবি! তুমি পূর্বে দশমীবিক্রা একাদশীতে উপবাস করিয়া জনাদনকে পূজা করিয়াছিলে, সেই কর্মেরই এই ফল। যেমন গঙ্গাজলপূর্ণ ঘটে মদ্যবিহ্বল সংযুক্ত হইলে তৎসমুদয় ত্যাজ্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ দশমীবোধযুক্তা একাদশীও অপবিত্র হয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রার্থী মুনিবন্দ এই সমস্ত অবগত হইয়াই দশমী সমান্বিত একাদশীতে উপবাস বর্জন করিয়াছেন।

বৃহৎ নারদ পুত্রাণে বর্ণিত আছে,—‘পূর্বকালে ভদ্রশীল নামে গালব ঋষির এক হরিভক্ত পুত্র জন্ম লাভ করে। শৈশবকাল হইতে ঐ পুত্র খেলাচ্ছিলে শ্রীহরির মূর্তি নির্মাণপূর্বক তাঁহার পূজা ও নানাবিধ প্রার্থনা করিত। একাদশী দিনে ব্রত করিয়া বিষ্ণুর পূজনাশ্তে ভক্তি-সহকারে প্রণাম ও স্তুতি করিত। পুত্রের এইরূপ আচরণে একদা গালব মুনি তাহাকে স্বীয় ক্রোড়ে ধারণপূর্বক বিস্ময়ে কহিলেন, হে পুত্র! এত অল্প বয়সে শ্রীহরির পূজা ও একাদশীব্রত করিবার বুদ্ধি তোমার কিরূপে জন্মিল? ইহা তোমাকে কেই বা শিক্ষা দিল?’ পিতার এবম্বিধ প্রশ্ন শুনিয়া বালক ভদ্রশীল কহিল,—‘হে পিতঃ! পূর্বজন্মে আমি ইহা ধর্মরাজের মুখে শুনিয়াছিলাম। পূর্বে আমি সোমবংশে বর্ষকীর্তি নামে ধরিণীর রাজা হইয়া সহস্র

বর্ষকাল শাসন করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি সর্বদা পাষাণ সংসর্গে বেদমাগ্ন্য পরিত্যাগ-পূর্বক ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞ নষ্ট করিতাম। ক্রমে সকল সংকার্য ত্যাগ করিয়া অধর্মের বশবর্তী হইলে প্রজারাও আমার অমৃগামী হইল। প্রজারা যে 'কর' দিত, তাহার ষট্যাংশ আমাতে বর্তিয়া পাপের বৃদ্ধি অধিক হইল। একদা আমি বহু সৈন্য পরিব্রত হইয়া মৃগয়ার্থ কাননে প্রবেশ পূর্বক বহু সংখ্যক মৃগ বধ করি। তথাপি আমার মৃগ মারিবার সাধ পূর্ণ হইল না। ক্রমে সেই মৃগের অন্বেষণে সৈন্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া ঘোর বনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পথপ্রমোহে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তথায় নর্মদা তীরে এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম পূর্বক শ্রমদূর করিলাম। অনন্তর নর্মদায় স্নান করিয়া সেই বৃক্ষতলে সমস্তদিন বসিয়া রহিলাম। ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হইলেও তথায় কোন খাদ্য না পাইয়া উপবাসে সারাদিন কাটিল। এইরূপে নিশাকাল উপস্থিত হইলে নর্মদাতীরে একাদশীরত পরায়ণ কর্তিপয় লোককে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। তাহারা ব্রত ধারণ করিয়া নিশাজাগরণ করিতে এই স্থানে সমাগত হইয়াছিল। আমিও সেইখানে যাইয়া তাহাদের সহিত যামিনী ধাপন করিতে লাগিলাম। ক্রমেতে ক্ষুধা ও পিপাসায় আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইলে, আমি মৃত্যুবরণ করিয়া ধূলায় পড়িয়া রহিলাম।

সেই সময় যমদূতগণ আসিয়া পাশ দ্বারা আমাকে বন্ধন করিল। পরে তাহারা অকথ্য অত্যাচার করিয়া আমাকে কণ্টকের উপর দিয়া টানিতে টানিতে শমনালয়ে লইয়া গেল। ধর্মরাজ তখন চিত্রগুপ্তকে ডাকিয়া আমার পাপ ও পুণ্যের বিচার করিতে বলিলেন। যমের আদেশে চিত্রগুপ্ত বহুক্ষণ বিচার করিয়া কহিল,—‘হে ধর্মরাজ! এই

ব্যক্তি বহু পাপকর্ম করিয়াছে; এর জন্যই পৃথিবীতে সকলেই পাপকর্ম করিয়া দুঃখভোগ করিতেছে। কিন্তু রেবা নদীতীরে একটিমাত্র একাদশীতে উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করায় ইহার আজন্মকৃত সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস হইয়াছে। এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন।’

চিত্রগুপ্ত এইরূপ বলিলে যমরাজ আমাকে সিংহাসনে বসাইয়া ভক্তিভরে প্রণামপূর্বক চরণ বন্দনা করিলেন। অতঃপর স্বীয় দূতগণে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—‘ওহে দূতগণ! যাহারা ভক্তিপূর্বক একাদশীতে উপবাস ও নিশাজাগরণ করে, তাহাদিগকে আমার পুরেতে কখনও আনিবি না। যাহারা শিব ও নারায়ণে সর্বদা ভক্তি করে, যাহারা অচ্যুতের পবিত্র নাম সর্বদা জপ করে, যাহারা দয়াপূর্ণ কলেবরে সর্বভূতের কল্যাণ চিন্তা করে, তাহাদিগকে আমার পুরীতে কখনও আনিবি না। যাহারা গুরুসেবা করে, যাহারা হরির মাহাত্ম্য বর্ণন ও শ্রবণ করে, শ্রদ্ধাভরে তুলসীসেবা করে এবং সংপাতে দান করে, তাহাদিগকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া প্রত্যাবর্তন করিবে।’ কিন্তু যাহারা অহংকারে পিতামাতা গুরুজনদিগকে কটুকথা বলে, যাহারা পরনিন্দা করে, আর যাহারা সাধুকে হিংসা করে, তাহাদের হস্তপদে পাশবদ্ধ করিয়া আমার পুরে আনয়ন করিবি। যাহারা কখনও একাদশী করে না, মুখে একবারও হরিনাম উচ্চারণ করে না, যাহাদের স্বভাব উগ্র চণ্ডালের মত, যাহারা অপরকে মিথ্যা অপবাদ দেয়, দ্বিজের ধন যে অপহরণ করে, সেইসব পাপীষ্টগণকে তোরা স্বানন্দে বন্ধন করিয়া আমার পুরেতে আনিবি! যাহার কণ্ঠে কৃষ্ণনাম প্রবেশ করেনি, যে ব্যক্তি বিষুন্মন্দিরে গমন

করেনি, যে উদরভরণ-নিমিত্ত জীবহত্যা করে, যাহারা সতত পাপকর্মে লিপ্ত, তাহাদিগকে পাশবিক করিয়া আমার পদরীতে আনিবি।”

হে পিতঃ ! যমরাজের মুখে এইরূপ বাক্য শুনিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইল। অনুতাপে দ্বন্দ্বনে অশ্রু বহিতে লাগিল। অকস্মাৎ আমার দেহ নিষ্পাপ হইয়া বিষ্ণুস্বরূপ লাভ করিল। সেইকালে আমার জ্যোতি সহস্র সূর্যের ন্যায় হইল। সেই জ্যোতির্ময় রূপ দর্শনে যমরাজ আমার চরণে প্রণাম করিয়া নানাবিধ স্তুত করিতে লাগিলেন। যমদূতগণ আমাকে প্রত্যক্ষ করিয়া গতসন্দেহ হইয়া বিনয়ান্বিত হইল। অনন্তর আমি দিব্য বিমানে বিষ্ণুলোকে গমনস্তর সহস্রকোটীকল্প মহাসুখে ছিলাম। তথা হইতে ইন্দ্রলোকে দীর্ঘকাল সুখ ভোগান্তে পৃথিবীতে আসিয়া আপনার পবিত্রকূলে জন্ম লইয়াছি। সেই বিষ্ণুর কৃপায় আমার পূর্বজন্মের সকল কথা জাগরূপ রহিয়াছে। আমি জাতিস্মর হইয়া একাদশীরতের ফল সম্যক অবগত হইয়াছি। অজ্ঞানে একাদশী করিয়া যখন এরূপ পুণ্যভোগ, জ্ঞানত করিলে নিশ্চয়ই হরির চরণ-সম্পদ লাভ হইবে। এই একাদশীরত যাহারা শ্রদ্ধাপূর্বক পালন করে, তাহারা অস্তে বিষ্ণুপদে গমনপূর্বক বিষ্ণুর চরণে স্থান লাভ করে। যাহারা একাদশী কথা পাঠ করে, অথবা যাহারা শ্রবণ করে, তাহারা সবপাপমুক্ত হইয়া গোলকে গমন করে।

অষ্ট-মহাদ্বাদশীত্রত

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীসূত-শৌনক সংবাদে কথিত আছে—‘হে দ্বিজ ! উন্মীলনী, বজ্রলি, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবান্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী, এই অষ্ট দ্বাদশী মহাপুণ্যস্বরূপা ও নিখিল পাপহরা। এই আটটির মধ্যে তিথিযোগে চারিটি ও নক্ষত্রযোগে অবশিষ্ট চারিটি হয়। এই সকল দ্বাদশী পাতকরাশি বিনাশিনী। উন্মীলনী—একাদশী সম্পূর্ণ হইয়া পরদিন দ্বাদশীতে বৃদ্ধি পাইলে অথচ দ্বাদশীর বৃদ্ধি না হইলে তাহাকে উন্মীলনী মহাদ্বাদশী বলা হয়। পক্ষ্মপুরাণে গোতম অম্বরীষকে বলিয়াছেন—‘হে মহীপাল ! যে মহৎ দ্বাদশীসম্পূর্ণ পুণ্য বৈষ্ণব ব্রতের বিষয় অন্য কাহারও নিকট এ যাবৎ ব্যক্ত করি নাই তাহা কীতন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। হে রাজন ! পুরাকালে দেবদেব বিষ্ণু মন্ডাক্তিতে সুপ্রীত হইয়া আমাকে উন্মীলনীব্রতের উপদেশ করিয়াছেন। গ্রিভুবনে সকল তীর্থ, পবিত্র আশ্রমসমূহ, যজ্ঞসকল, বেদসকল ও যাবতীয় তপস্যাও উন্মীলনীব্রতের কোটি অংশের এক অংশের তুল্যও নহে। উন্মীলনীর তুল্য কিছুই দেখি নাই। প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র বারাণসী, পুষ্কর, রেবা, সরস্বতী, যমুনা, মথুরা, প্রভাস, হিমগিরি, সুমেরু, গন্ধমাদন, মলয়, বিন্ধ্য, গোদাবরী, কাবেরী, চন্দ্রভাগা, দেবিকা, পয়োক্ষি, শিপ্রা, সরযু, গণ্ডকী, গোমতী, বিপাশা ও মহানদ, এ সমস্তের কিছুই উন্মীলনীর সদৃশ নহে। হে ভূপ ! উন্মীলনীর সদৃশ আর কিছুই দৃষ্ট হয় না এবং কেশব সদৃশ আর দেবতাও নাই। যাহারা উন্মীলনী তিথি প্রাপ্ত হইয়া কেশবকে পূজা করেন, তাহাদিগের অখিল পাতকসমূহ দাবাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। যে মাসে উন্মীলনী

তিথির উদয় হয়, সেই হরির যে নাম কথিত আছে, সেই নামোল্লেখ করিয়া বিধানানুসারে গোবিন্দকে পূজা করিতে হয়। দ্বয়োদশীতে উন্মীলনীর পারণ হইবে। বঞ্জুলী মহাদ্বাদশী—পদ্মপূরণে গোতম অম্বরীষ সংবাদে বর্ণিত আছে—

‘একাদশী সম্পূর্ণ হইয়া তৎপরদিবস দ্বাদশীও সম্পূর্ণ হইলে এবং দ্বাদশী দ্বয়োদশীতে কিঞ্চিৎ থাকিলে ঐ দ্বাদশীকে বঞ্জুলী বলে। এই দ্বাদশী হরির অতিশয় প্রীতিকরী। এস্থলে সম্পূর্ণ একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে ব্রত করিতে হইবে। কিন্তু বঞ্জুলীরূপে দ্বাদশীমধ্যেই পারণ করা উচিত। দ্বয়োদশীতে পারণ করা নিষেধ। এই নিয়মে ব্রত করিলে দশ সহস্র ব্রতের ফল লাভ হয়।’

ব্রহ্মবৈবর্তে শ্রীসূত-শৌনক সংবাদে বর্ণিত আছে—‘বঞ্জুলী দিন উপাস্ত হইলে গরুড়ধ্বজ ভগবান্ শ্রীহরির নিজলোক হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ব্রতকারীগণের মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন। যমরাজ বঞ্জুলীবিমুখ বিপ্রকে দেখিলে হর্ষান্বিত হইয়া চিত্রগুপ্তের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বলেন যে, এই মন্দমতি বিমুগ্ধ হইতে বাহিভূত হইয়াছে, অধুনা এই ব্যক্তির পূর্ব পুণ্যসমূহ মূছিয়া ফেল। বঞ্জুলীরূপে দ্বাদশী দ্বারা সর্বব্রত আচরণের, অখিল তীর্থস্থানের ও সর্ববিধ দানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋণগ্রস্ত হইয়া কিংবা কাম, লোভ ও দম্পদ্বর্কও বঞ্জুলীরূপে অন্তর্ধান করিলে ত্রিপদ্রুষ্কৃত পাতক ধ্বংস হয়। দ্বাদশী তিথির মধ্যেই বঞ্জুলীর পারণ করিতে হইবে; কখনও দ্বয়োদশীতে বঞ্জুলীর পারণ হইবে না।

ত্রিষ্টপ্শা মহাদ্বাদশী—একই দিনে যদি প্রথমে দশমীবৈধন্যা একাদশী, তারপর দ্বাদশী এবং সর্বশেষে দ্বয়োদশী তিথি থাকে, তবে

তাহার নাম ত্রিষ্টপ্শা মহাদ্বাদশী। ইহা কোটিপাতকনাশিনী। যে সকল মনুষ্য বৈশাখমাসে বিধবার সমান্বিতা মধুসূদনী ত্রিষ্টপ্শা লাভ করেন, তাঁহারা ধন্য। এই তিথি আগত হইলে কৃষ্ণসমিধানে উপবাস, পূজা ও সংগীত করিতে হয়। কলিকালে ইহার একবার উপবাসে দশ সহস্র উপবাসের ফল পাওয়া যায়। জাগরণ করিলে তদপেক্ষা লক্ষগুণ ও নৃত্য দ্বারা কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে। গৃহে অবস্থান করিয়াই যদি এইরূপ ফললাভ হয়, তবে হরিসমিধানে অবস্থান-পূর্বক এই ব্রতের অন্তর্ধান করিলে যে কি ফল হয়, তাহা বর্ণনাতীত। পদ্মপূরণে সনৎকুমার ব্যাস সংবাদে বর্ণিত আছে—‘যিনি নিত্য ত্রিষ্টপ্শা নামকীর্তন করেন, তিনি এই কলিকালেও প্রত্যক্ষ হরিকে পূজা করিলেন। ত্রিষ্টপ্শাব্রত না করিলে যাবতীয় আগম কোটিতীর্থ, অসংখ্য ব্রত ও নিখিল দেবতার পূজা দ্বারাও মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই।

কাটিকের শকুপক্ষে সোম কিংবা বৃধবার সংযুক্তা ত্রিষ্টপ্শা হইলে উহা পাতককোটি বিনাশিনী হয়। মহেশ্বর ত্রিষ্টপ্শা-বাসরে অভুক্ত থাকিয়া হত্যাভ্যাজিত পাতক হইতে পরিগ্রাণ পাইয়াছিলেন। ভৃগুবাক্যে উপবাস করিয়া মহাদেবের হস্ত হইতে আশু ব্রহ্মকপাল ভূপতিত হইয়াছিল। গঙ্গাদেবী মাধবের উপদেশে ত্রিষ্টপ্শায় উপবাস করিয়া কলিকলুষ হইতে মুক্ত হন। ত্রিষ্টপ্শায় উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যাভ্যাজিত কন্মষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বারাণসী, প্রয়াগ ও গোমতীতে স্নান করিলে মুক্তি হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু ত্রিষ্টপ্শাবাসরে উপবাস করিলে গৃহে থাকিয়াও মুক্তিলাভ হয়।

পঞ্চবাধিনী মহাদ্বাদশী—অমাবস্যা বা পূর্ণিমা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে

তৎপূর্ববর্তী দ্বাদশীকে পক্ষবর্দ্ধিনী বলা হয়। এস্থলে শুদ্ধা একাদশীও ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে ব্রত করিতে হইবে। এই পক্ষ-বর্দ্ধিনী দশ সহস্র অশ্বমেধতুল্য ফল প্রদান করেন। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী টীকায় বলিয়াছেন,—ধর্মার্থকামী ব্যক্তি বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিবেন। পরবর্তী অমাবস্যা বা পূর্ণিমা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে শুদ্ধা একাদশীও বর্জন করিবেন। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা সম্পূর্ণ হইয়া যদি প্রতিপদের দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পূর্ববর্তিনী দ্বাদশী পক্ষবর্দ্ধিনী হইবে। পারণ দিনে যদি দ্বাদশী থাকে তবে দ্বাদশীর মধ্যে পারণ করিতে হইবে, আর যদি দ্বাদশী না থাকে, তবে ত্রয়োদশীতেই পারণ হইবে।

জয়া মহাদ্বাদশী—শুদ্ধপক্ষের দ্বাদশী-তিথিতে পূনর্বসু নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাকে জয়া বলে। মানব ঐ তিথিতে উপবাস করিলে নরকভোগ হয় না এবং অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের ফল নিঃসন্দেহে লাভ করিতে পারে। দ্বাদশী তিথি অন্ততঃ সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকা চাই। সূর্যাস্তের পূর্বে দ্বাদশী শেষ হইয়া গেলে ব্রত হইবে না। পূনর্বসু নক্ষত্র যদি সূর্যোদয় হইতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সূর্যোদয়ের পরে যতক্ষণই থাকুক না কেন, ঐ দ্বাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে। কিংবা পূনর্বসু নক্ষত্র যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে আরম্ভ হয় এবং বর্দ্ধিত হইয়া ত্রয়োদশী দিনেও যায়, তবে ঐ দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হইবে।

বিজয়া মহাদ্বাদশী—শুদ্ধপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে শ্রবণা-নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাকে বিজয়া বলে। শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী সূর্যাস্ত পর্যন্ত না থাকিলেও ব্রত হইয়া থাকে। মানব এই তিথিতে স্নান করিলে

সর্বতিথিস্নানের ফল লাভ করিয়া থাকে। এই তিথিতে পূজা করিলে বর্ষকৃত পূজার ফল পাওয়া যায়। ঐ দিনে একবারমাত্র নাম জপেও সহস্র জপের ফল অর্জিত হয়। উক্ত তিথিতে অনুষ্ঠিত দান, বৈষ্ণবসেবা, হোম, তপ ও উপবাস সহস্রগুণ ফলদায়ক হইয়া থাকে।

জয়ন্তী মহাদ্বাদশী—শুদ্ধপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে যদি রোহিণী-নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে ঐ তিথিকে জয়ন্তী বলে। উহা নিখিল পাতকহারিণী। ঐ তিথিতে ভক্তিপূর্বক হরিকে পূজা করিলে সমুদ্রজন্মসংগত পাতকও বিদূরিত হয়। জীবিতাবস্থায় জয়ন্তী-বাসর ভিন্ন দিন গত হইলে সেই অতীত পরমায়ুকাল বৃথা হয়।

পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী—শুদ্ধপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে যদি পূষ্যা-নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে ঐ তিথিকে পাপনাশিনী বলে। ইহা মহাপুণ্যস্বরূপিনী। এই তিথিতে নৃপতি সগর, ককুৎস্থ, ধৃত্বাংমার ও গান্ধি হরির উপাসনা করাতে ভগবান্ তাঁহাদিগকে সমগ্র ধরণীমণ্ডল প্রদান করিয়াছিলেন। এই ব্রত করিলে সমুদ্রজন্মার্জিত ঘোর বাচিক, মানসিক ও দৈহিক পাতক হইতে নিশ্চিত মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এই দ্বাদশীতে স্নান, দান, জপ, হোম বেদাধ্যয়ন কিংবা দেবপূজা যে কোন কর্মানুষ্ঠান করা যায়, তৎসকলই অনন্তগুণ ফল-দায়ক হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীকাত্যায়নীব্রত

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান বলিয়াছেন, মার্গশীর্ষ মাসে কাত্যায়নী ব্রত করিলে সকল ইষ্টাপূর্ত্তি এবং নিখিল যজ্ঞ ও সকল তীর্থসেবার ফল লাভ হয়। যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন, নিখিল তীর্থসেবা ও সম্ম্যাসযোগ দ্বারাও আমি মানবগণের বশ্য হই না ; কিন্তু মার্গশীর্ষে স্নান, দান, পূজা, ধ্যান, মৌনাবলম্বন ও জপাদি দ্বারা আমি ষেরূপ মানবগণের বশ্য হই, অন্য কোন কমেই আমি তাদৃশ বশ্য হই না। যে সকল লোক আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও পুণ্যকর্মা, এই মাসে তাহাদের কাত্যায়নীব্রত করা কর্তব্য। ভারতভূমে যে মানব কাত্যায়নী ব্রত না করে, তাহাদিগকে কলিকাল বিমোহিত পাপরূপ বলিয়া জানিবে। যে মানব উষাকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃস্নান করে আমি তাহার প্রতি প্রীত হইয়া আত্মোজ্জ্বল প্রদান করিয়া থাকি। হে পুত্র ! এ বিষয়ে একটি পুরাতন কথা কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পুরাকালে ভূতলে মহাত্মা নন্দগোপ নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাহার রম্য আবাস গোকুলে বহু গোপকন্যা ছিল। সেইসকল গোপকুমারীদের মন আমার রূপে আসক্ত হইয়াছিল। তাহারা হেমন্তঋতুতে মার্গশীর্ষ মাসে হবিষ্য ভোজনাদি নিয়মাবলম্বন করিয়া কাত্যায়নী ব্রত করিয়াছিল। গোপকুমারীগণ একদিন নিজনে মিলিত হইয়া অন্তরের কথা পরস্পর ব্যক্ত করিয়া নয়ন জলে ভাসিতেছিল। আমার প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ দর্শনে বৃন্দাদেবী ভাবিলেন,—‘লৌকিক রীতিতে কাহারও মাধ্যমে প্রণয়ি যুগলের পরস্পর মিলন হইলে অনুরাগ পুষ্টি হয় না, কোন ব্যক্তির মাধ্যমে মিলন হইলে অনুরাগের পরিপুষ্টি হয়।

সুতরাং তাহাদের সহিত কৃষ্ণের মিলন সংঘটন করাইতে কোন দেবতার আরাধনা করাই কর্তব্য। উক্ত প্রকারে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলে প্রণয় সম্বন্ধ অটুট থাকিবে ; তাহাতে কোন ঐশ্বর্য প্রকাশ হইবে না। কিন্তু কৃষ্ণের সহিত সরাসরি মিলনে ঐশ্বর্য প্রকাশ হইলে মিলন সরস হইবে না। এইজন্য তিনি তাহাদিগের মধ্যে আসিয়া বলিলেন,— হে গোপকুমারীগণ। আমার এক সিদ্ধাবিদ্যা আছে, তাহা তোমরা গ্রহণ করিলে বেশী ক্রেশ স্বীকার করিতে হইবে না, মাত্র এক মাসে তোমাদের মনোকথ পূর্ণ হইবে। এই বলিয়া বৃন্দাদেবী তাহাদের দত্ত মন্ত্র কর্ণে যোগ-মায়া প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। সেইদিন হইতে ব্রজকুমারীগণ প্রত্যহ অরুণোদয়কালে যমুনার জলে স্নান করিয়া যমুনাতীরে বাঙ্গুকা নির্মিত কাত্যায়নী প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপূর্বক সুরভি, গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র, ধূপ ও ভূষণাদি উপহার এবং নবপল্লব, ফল, তণ্ডুল প্রভৃতি দ্বারা কাত্যায়নী দেবীর অর্চনা করিতে লাগিল। তাহারা একমাস কাল নিয়ম পালন পূর্বক দেবীর অর্চনা করিয়া প্রার্থনা করিল—‘হে কাত্যায়নী মহামায়া ! হে মহাযোগিন অধিশ্বরী, নন্দগোপসদৃশকে আমাদের পতি করিয়া দিন।’

গোপকুমারীগণ দেহে নবীনা হইলে ও ভাবে প্রবীনা ছিলেন। ত্রেতাযুগে যখন আমি রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হই, তখন ইংহারা দণ্ডকারণ্যে ঋষি ছিলেন এবং সেই সময় হইতেই পতিরূপে আমাকে প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া কাত্যায়নী ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। ইংহাদের দণ্ডকারণ্যের তীব্র সাধনাতেই মায়ামুক্তি, অষ্টপাপমুক্তি সমস্তই হইয়াছিল ; এখন সিদ্ধদেহে আমার সহিত মিলন লাভার্থ নানাবিধ প্রেম ব্যবহারে রত হইয়াছিল। এখনকার কাত্যায়নী

পূজা কোন প্রকার সাধনানুষ্ঠান নহে, ইহা সিদ্ধদেহে মৎসহ প্রেমেরই বিলাস মাত্র। অজ-ভব-শেষ-সনকাদি পঞ্চাম্র আমার সম্বন্ধের ধারণাও করিতে পারে না, অথচ তাহারা একমাস মাত্র কাত্যায়নীর পূজা করিয়াই তাহা লাভ করিল। পূর্বকৃত সাধনাবলেই তাহারা মৎপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠায় ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা বিধিপূর্বক এই ব্রত করিলে আমি তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার আত্মাই তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলাম। হে বৎস! এই ব্রত আমার প্রিয় বলিয়া জানিবে। যে মানব এই ব্রত করে, কোটিতীর্থ, কোটিযজ্ঞের ফল সেই নর লাভ করে। পুত্রহীন—পুত্র, নিধন—ধন, বিদ্যাথী—বিদ্যা এবং রূপার্থী রূপ প্রাপ্ত হয়। কাত্যায়নীর ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ—তেজ, ক্ষত্রিয়—বিজয়ী, বৈশ্য—নিধীশ্বর এবং শূদ্র পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। হে মানব! ত্রিলোকে যাহা দুল্ভ ও দুষ্প্রাপ্য কাত্যায়নীর ব্রত করিয়া মানব নিঃসংশয়ে তাহা লাভ করিতে পারে। যদিও এ সকল কাম্যকর্ম, তথাপি মানব ইহাতে আসক্ত হইয়া সন্তুষ্ট হয়; কিন্তু মহাভূজ! অস্তে তাহারা কামাহ হয় না অর্থাৎ মুক্ত হইয়া থাকে। যে ভক্তি দ্বারা আমি বশীভূত হই, সেই উত্তম শূদ্ধাভক্তি মানুষ্যের পক্ষে দুল্ভ; কিন্তু হে পুত্র! কাত্যায়নীর ব্রত করিয়া মানব সেই ভক্তিলাভে সমর্থ হয়। এই মাগশীষ্যমাস আমার প্রীতিকর। হে চতুরানন! আমার প্রসাদে এই মাসে কাত্যায়নীর ব্রত করিলে মানবের সর্বাভীষ্ট লাভ হয়।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ব্রয়োদশী ব্রত

মাঘমাসে শূক্লা-ব্রয়োদশীর শূভদিনে রাঢ়দেশে একচক্রা গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জন্মগ্রহণ করেন। সেইহেতু ঐ তিথিকে নিত্যানন্দ ব্রয়োদশী বলা হয়। এই তিথিতে বৈষ্ণবগণ উপবাস করিয়া থাকেন। শ্রীনিত্যানন্দের পিতা ছিলেন শূদ্ধ বিপ্ররাজ শ্রীহাড়াই পণ্ডিত ও মাতার নাম পদ্মাবতী দেবী। প্রাকৃত জীবের পিতা হইতে যেভাবে জন্ম হয়, ঈশ্বরতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দের হাড়াই পণ্ডিত হইতে সে-ভাবে জন্ম হয় নাই। তত্ত্বের বিচারে শ্রীনিত্যানন্দের পিতা কেহ না থাকিলেও, হাড়াই পণ্ডিতকে স্বীয় পিতারূপে পরিচিত করাইয়া তিনি আবিভূত হইয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন ব্রজের বলরাম। বলরাম হইতে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, তাহার পিতা কেহ থাকিতে পারে না। তথাপি তিনি নরলীল বলিয়া গত দ্বাপরে যেমন বসুদেবের যোগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তেমনি এই কলিতে হাড়াই পণ্ডিতের যোগে হাড়াই পণ্ডিতকে পিতৃত্বে অঙ্গীকার করিয়া শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ভবিষ্যন্তর পুরাণে কাত্যায়ন বলিয়াছেন—যে মনুষ্য মাঘমাসে ব্রয়োদশী দিনে প্রাতঃস্নান করে, তাহাকে আর দুর্গতি পাইতে হয় না। ঐদিন স্নানে ধূস হয় না এমন পাপ মর্ত্যলোকে দৃষ্ট হয় না। স্নাত ব্যক্তি পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, মাতামহ, প্রমাতামহ ও একবিংশতিকুল সহ অভিলাষানুরূপ ভোগ সম্ভোগপূর্বক বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করেন। যখন প্রভাতে সূর্য পূর্বদিকে তাম্রবর্ণে রঞ্জিত করিয়া উদিত হন, তখন যে মানব মনোরম নদী প্রবাহে স্নান করেন,

তিনি স্বীয় পিতৃমাতৃকুলের সপ্তপুরুষ উদ্ধার করিয়া দিব্য শরীর ধারণপূর্বক অমরপুত্রে গমন করেন।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ সংবাদে কথিত আছে—হে নারদ। বিষ্ণুসম্মিথানে বাস অভিলাষ থাকিলে কিংবা নিজ সন্তান বা সম্পদের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে বর্ষে বর্ষে নিত্যানন্দ গ্রয়োদশীতে স্নান করা উচিত। যিনি ইহধামে মনেও এই গ্রয়োদশীরত সাধনের ইচ্ছা করেন, তাঁহার শতজন্মার্জিত পাতকরাশি বিনষ্ট হয়। গো, ভূমি, তিল, বস্ত্র, স্বর্ণ, ধেনু ও অন্নদান ব্যতীত স্বর্গলোক লাভে যাঁহারা ইচ্ছুক, তাঁহারা মাঘের গ্রয়োদশীতে স্নান করুন। যে নর এই তিথিতে স্নানদানাদি করে না, তাহার চণ্ডালযোনি গমন ও পরে রৌরবনরক ভোগ হইয়া থাকে। মানব যদি এই দিনে নিয়ম করে ব্রত পালন করে, তাহা হইলে সে বিষ্ণু মন্দিরে গমন করিয়া হুট হইয়া থাকে। দেবগণ বলিয়াছেন,—যে মানব দেব, পিতৃ ও গুরুর উদ্দেশ্যে এই দিনে স্নান-দানাদি করে না, আমরা তাহার শাপপ্রদ হই এবং সেই, নর নিঃসন্তান, নিরায় ও অমঙ্গলজনক হয়। পুরাকালে সুরগণ গ্রয়োদশী তিথিতে এইরূপ বরদান করিয়া নিজপুত্রে গমন করিয়াছিলেন। যে সৌভাগ্যবতী নারী এই দিনে উপবাস করিয়া গীতা পাঠ করে, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। এই দিনে যে মানব সহস্রনাম কীর্তন করিয়া নিত্যানন্দকে স্নান করায়, তাহার বিষ্ণুলোক লাভ হয়। যে মানব এই দিনে ভাগবতী কথা শ্রবণ করে, পদ্মপত্রের জলের ন্যায়, তাহার কদাচ পাপলিপ্ত হইতে হয় না। পূর্বকালে পাপীগণের পাপসঙ্ঘাতে তীর্থগণ অতীর্থ হইলে তাহাদের প্রার্থনায় শ্রীবলরাম নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হন এবং সমগ্র তীর্থে ভ্রমণ করিয়া

তীর্থগণকে পবিত্র করেন। সেই নিত্যানন্দের আবির্ভাব দিনে ব্রত ধারণ করিয়া তাঁহার অভিষেক, পূজা ও মহিমা কীর্তন করিলে মানবগণ অচলা ভক্তি লাভ করিতে পারে। যে মানব এই তিথিতে ব্রতধারণপূর্বক শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা কীর্তন করে, তাহার সকল পাপ বিনষ্ট হয় ও নিখিল সমৃদ্ধি লাভ হয়। যাহারা এই মহিমাব্যঞ্জক কথা শ্রবণ করে, তাহারা ভক্তিপদ জ্ঞান এবং পরিশেষে গুরুভক্তি লাভ করে। ভুতলে যাহারা হরিনাম কীর্তন সহযোগে এই ব্রত পালন করে, তাহাদের নিকট সংসার সাগর গোষ্ঠপদের ন্যায় হইয়া থাকে। তাহারা শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় পরম ধামে গমন করে, সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীগৌর পূর্ণিমা স্তব

১৪০৬ শকে মাঘ মাসের পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু জ্যোতিরূপে প্রথমে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করেন, এবং তাহার পরে জগন্নাথ মিশ্রের হৃদয় হইতে শ্রীশচীদেবীর হৃদয়ে প্রবেশ করেন। তখন হইতেই শচীমাতার দেহে গর্ভসংস্কারের লক্ষ্য প্রকাশ হইলে তাহার দেহ জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে। তখন হইতেই দেবগণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া গর্ভস্থ ভগবানকে স্তুতি করিতে থাকেন। প্রাকৃত রমণীর গর্ভসংস্কার যেমন শুদ্ধ-শোণিত সংযোগের ফল, কিন্তু যিনি ভগবানের মাতা, তিনি শুদ্ধসত্ত্বময়ী, শুদ্ধ-শোণিতের সংযোগে তাহার গর্ভসংস্কার হয় না, ভগবান্ নিজেই তাহাতে আবির্ভূত হইয়া মাতার চিত্তে স্বীয় গর্ভে সন্তানোৎপত্তির প্রতীতি জন্মাইয়া তাহার দেহে গর্ভবতীর লক্ষণ প্রকটিত করেন। তারপর সথাসময়ে মাতার দেহে প্রসববেদনা প্রকটিত করাইয়া সদ্যোজাত শিশুরূপে ভগবান্ নিজে আবির্ভূত হন। অতঃপর নরশিশুর ন্যায় বর্জিত হওয়ার লীলা করেন।

সাধারণতঃ গর্ভসংস্কারের দশমমাসেই সন্তানের জন্ম হয়; কিন্তু শচীমাতার দেহে গর্ভসংস্কারের লক্ষ্য প্রকাশ হওয়ার পর হইতে

দ্বয়োদশ মাস সময় অতীত হইয়া গেল; তথাপি সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়ায় মিশ্রঠাকুর ভীত হন। কিন্তু শচীমাতার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী খুব ভাল জ্যোতিষী ছিলেন, তিনি গণনা করিয়া বলিলেন,— চিন্তার কোন কারণ নেই, এই ফাল্গুন মাসেই পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে।

১৪০৭ শকে ফাল্গুন মাসে দোল-পূর্ণিমার দিনে সন্ধ্যা সময়ে শ্রীগৌরসুন্দর মাতৃগর্ভ হইতে আবির্ভূত হন। তাহার আবির্ভাব সময়ে সিংহলগ্র ছিল, সমস্ত গ্রহগণ উচ্চস্থানে ছিল এবং ষড়্‌বর্গ অষ্ট বর্গাদি জ্যোতিষিক শূভ লক্ষ্য-সমূহও বিদ্যমান ছিল। জন্ম-লক্ষ্যানুসারে তাহার রাশি ছিল সিংহরাশি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মের মাস, তিথি পাওয়া গেলেও কোন্ তারিখে ও কি বারে জন্মলীলা প্রকট করিয়াছিলেন, তাহা কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। শ্রীযুত ঘোষণা চন্দ্র রায় ১৯৩৬ বঙ্গাব্দের পৌষমাসের প্রবাসী-নামক পত্রিকায় “কবি শশাঙ্ক” শীর্ষক পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ২৩শে ফাল্গুন, শনিবার সন্ধ্যার সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ দিন রাত্রি ৮ দণ্ডের সময় চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইয়াছিল। গ্রহণকালে রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিয়াছিল। গ্রহণকার বলিয়াছেন,—আকাশের পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় আবির্ভূত গৌরচন্দ্র অতীব সুন্দর, জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূরকারী, আকাশের চন্দ্র কলঙ্ক থাকিলেও গৌরচন্দ্র কোনও কলঙ্ক নাই, এই অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রের উদয়ে সকলঙ্ক চন্দ্রের আর কোন প্রয়োজন নাই মনে করিয়া রাহু তাকে গ্রাস করিয়াছিল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-আবির্ভাব-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বর্ণনা
করিয়াছেন,—

“নদীয়া-উদয়গিরি পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
কৃপাকরি হইল উদয় ।
পাপ-তমো হৈল নাশ ব্রজগতের উল্লাস
জগভরি হরিধ্বনি হয় ॥
সেইকালে নিজালয়ে উঠিয়া অবৈতরায়ে
নৃত্য করে আনন্দিত মনে ।
হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে হৃৎকার কীর্তন রঙ্গে
কেনে নাচে কেহো নাহি জানে ॥
দেখি উপরাগ হাসি শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি
আনন্দে করিলা গঙ্গাস্নান ।
পাইয়া উপরাগ-ছলে আপনার মনোবলে
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান ॥
জগৎ আনন্দময় দেখি মন সবিস্ময়
ঠারে ঠারে কহে হরিদাস ।
তোমার ঐছন রঙ্গ মোর মন পরসন্ন
দেখি কিছু কার্যে আছে ভাস ॥
আচার্য রত্ন শ্রীবাস হৈল মনে সুখোল্লাস
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে ।
আনন্দে বিহবল মন করে হরি সংকীর্তন
নানাদান কৈল মনোবলে ॥”

আনন্দস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হওয়ার সকলেই
আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। হিন্দু-মুসলমান, পুরুষ-স্ত্রী,
বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই চিত্তের প্রফুল্লতা নানাভাবে প্রকাশ করিতে
লাগিল। পুরুষেরা নৃত্য করিতে লাগিল, নারীগণ ‘হরি হরি’
বলিয়া হৃৎকধ্বনি করিতে লাগিল। যবনগণ রঙ্গচ্ছলে ‘হরি হরি’
বলিয়া হাস্য করিতে লাগিল। সংকীর্তন-নাট্যে শ্রীগৌরসুন্দরের
আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের মুখে শ্রীনামেরও আবির্ভাব হইল।
গ্রামে, নগরে, গঙ্গাতীরে, নবদ্বীপে সব-ই লোক ‘হরি হরি’ করিতে
লাগিল। এইরূপ আনন্দ-কোলাহল দেখিয়া হরিদাস বিস্মিত হইয়া
ভাবিলেন,—আরো কতবার ত গ্রহণ হইয়াছে, কতবার ত লোক
গঙ্গাস্নান করিয়াছে, কিন্তু এরূপ অবাধ আনন্দ ত কখনও দেখি নাই।
তবে কি অবৈতের আরাধনার ধন আনন্দময় ভগবান্ আবিভূত
হইলেন? নচেৎ এত আনন্দ কোথা হইতে আসিবে? গ্রহনোপলক্ষ্যে
সকলেই নৃত্যাদির সহিত হরিসংকীর্তন করিলেও প্রভুর আবির্ভাবজনিত
আনন্দের প্রেরণাতেই সকলেই যে আনন্দিত হইয়াছিল তাহার মর্ম
কেহ বৃদ্ধিতে পারিল না।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই তিথি পরম পবিত্র ভক্তি-স্বরূপিনী। ব্রহ্মা শ্রদ্ধাভরে এই তিথির আরাধনা করেন। এই পূর্ণ্যতিথিতে সকল প্রকার শূভ-লগ্নের অধিষ্ঠান ছিল। এই তিথিতে যাঁহারা উপবাস ব্রত করিয়া হরিনাম সংকীৰ্তন করেন, তাঁহারা অনায়াসে অবিদ্যাবন্ধন ছিন্ন করিয়া কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই পবিত্র তিথি সমাগমে দেবগণ রত্নসহ সানন্দে প্রাপ্তগে নৃত্য, গীত ও বাদ্য করেন। ঋষিবৃন্দ, গন্ধর্বকুল, রক্তাদি অঙ্গরাগণ, বাসুকিপ্রমুখ নাগকুল, দেববৃন্দ ও দেবেশ্বরগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শনের জন্য সমুৎসাহী হইয়া নবদ্বীপে আগমণ করেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হইলে তাঁহার অভিষেক ও পূজাদি সমাপন করিয়া বিশেষরূপে নৈবেদ্য প্রদান করিতে হয়। ঐ সময়ে বৈষ্ণবগণের সন্মান করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা নৃত্য গীতাদিসহ হরিসংকীৰ্তন করাইতে হয়। পরে আরত্নিক সমাপনান্তে প্রভুর অঙ্গে বিচিত্র গন্ধানুলেপন করিতে হয়। এই দিনে ঔদার্যবতরী শ্রীগৌর মহিমা কীর্তন ও শ্রবণকারী ব্যক্তিগণ অপূর্ব ভক্তি লাভ করিতে পারে, গৌর জয়ন্তী ব্রতকারী মানবগণ আর জননী-জঠরে প্রবেশ করে না। উক্ত তিথিতে শ্রীগৌরকথা শ্রবণে আভিনিবিশ্ট হইয়া রাত্রি জাগরণ করিলে মানবের কলিকলুষ হইতে পরিদ্রাণ লাভ

হয় এবং ব্রতানুষ্ঠানকারী মানবগণ দেহান্তে গোলোকে পূজিত হন। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বৈষ্ণবগণসহ ব্রতানুষ্ঠান করিয়া পরদিন পারণপূর্বক মহোৎসব করিতে হয়।

শ্রীশ্রীপুরাষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

স্মার্ত পরমার্থ ভেদে বৈদিক আৰ্যশাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত। যাঁহারা স্মার্ত বিভাগের অধিকারী, তাঁহারা স্বভাবতঃ পরমার্থ শাস্ত্রে রুচি প্রাপ্ত হন না। নিজ নিজ রুচি অনুসারেই মানবের বিচার-সিদ্ধান্ত ক্রিয়া ও জীবনের উদ্দেশ্য গঠিত হয়। স্মার্তগণের রুচি-সম্মত শাস্ত্রে অধিক বিশ্বাস হেতু পরমার্থ শাস্ত্রে অধিকার না থাকায় সেরূপ রুচি জাগে না। স্বীয় অধিকারে স্থিত থাকিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয়। অধিকারচ্যুত হইলেই পতন হয়। মানবগণ স্বীয় কর্মানুসারে কর্মাধিকার ও ভক্ত্যাধিকার লাভ করেন। যে পর্যন্ত মানবের কর্মাধিকার থাকে, সে পর্যন্ত স্মার্ত পথই শ্রেয়ঃ। কর্মাধিকার অতিক্রম-পূর্বক যখন ভক্ত্যাধিকারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার পারমার্থিক পথে স্বাভাবতঃ রুচি জন্মে। এতদ্বিকল্পন বিধাতা স্মার্ত-পরমার্থ ভেদে দ্বিবিধ শাস্ত্র করিয়াছেন।

স্মার্তশাস্ত্র মানবগণকে কর্মাধিকারে নিষ্ঠা লাভার্থে নানা বিধি-বিধান দিয়া পরমার্থ-শাস্ত্রের প্রতি অনেকস্থলে ঔদাসীন্য় প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শাস্ত্র এক হইলেও লোকের নিকট ইহার দুই প্রকার ভাব। অধিকার নিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল হয় না। স্মার্ত-শাস্ত্র বৎসরকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া দ্বাদশ মাসে সর্ব সংকর্ম নিরূপণ করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমগত সমস্ত কর্মই যখন দ্বাদশ মাসে বিভক্ত হইল, তখন অধিমাসে আর কোন সংকর্মই রহিল না। চান্দ্রমাস ও সৌর মাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটি করে মাস বাদ দিতে হয়। সেই মাসটির নাম অধিমাস। স্মার্তগণ অধিমাসকে ‘মলমাস’ বলিয়া ত্যাগ করতঃ ‘মলিনুচ’ ‘মলিন মাস’ নামে ইহার ঘৃণিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এদিকে পরমার্থ শাস্ত্র পরমার্থশাস্ত্র অধিমাসকে পরমার্থকার্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। অনিত্য জীবনে বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া সর্বক্ষণ হরিভজনে থাকাই জীবের কর্তব্য। সুতরাং প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে যে অধিমাস হয়, তাহাও হরিভজনের উপযোগী হউক, ইহাই পরমার্থশাস্ত্রের নিগূঢ় চেষ্টা। কর্মিগণের পরিত্যক্ত সংকর্মশূন্য মাসকে পরমার্থশাস্ত্র সর্ব জীবোদ্ধারের জন্য ভজনের বিশেষ উপযোগী নির্ধারণ করিলেন।

যথা—হে জীব! কেন অধিমাসে হরিভজনে আলস্য কর? এই মাস শ্রীমদগোলোকনাথ কর্তৃক সর্বোপরি স্থাপিত হইয়াছে। এমন কি, ইহা কার্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি মহাপুণ্যমাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই মাসে বিশেষ ভজনবিধির সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চন করিলে সমস্তই লাভ হইবে।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে অধিমাসের মাহাত্ম্য একত্রিংশৎ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বাদশমাসের আধিপত্য ও নিজের অপমান বিচার করিয়া অধিমাশ বহুকণ্ঠে বৈকুণ্ঠে গমনপূর্বক নিজ দুঃখ শ্রীনারায়ণকে জানাইয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠপতি কৃপা করিয়া অধিমাশকে সঙ্গ্বে লইয়া গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মলমাসের আর্তি শ্রবণ করিয়া দয়াদ্রুতিতে বলিলেন—‘হে রমাপতি! আমি যে রূপ এই জগতে “পুরুষোত্তম” বলিয়া বিখ্যাত, এই অধিমাশও তদ্রূপ লোকে “পুরুষোত্তম” বলিয়া বিখ্যাত হইবে। আমাতে যে সমস্ত গুণ আছে, সেই সমস্তই এই মাসে অর্পিত হইল। এই মাস জগৎপূজ্য ও জগদ্বন্দ্য। অন্য সকল মাস সাকাম। এই মাসটি নিষ্কাম। যিনি অকাম বা সর্বকাম হইয়া এই মাসের পূজা করেন, তিনি সকল কর্ম ভন্যস্যাৎ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। আমার ভক্তদিগের কদাচিৎ অপরাধ হয়, এই পুরুষোত্তম মাসের ভক্তগণের কখনই অপরাধ হইবে না। যে সকল মহামুঢ় এই অধিমাসে জপ-দানাদি-বর্জিত সংকর্ম ও স্নানাদি রহিত থাকে এবং দেব, তীর্থ ও দ্বিজগণের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেই সকল দুষ্ট দুর্ভাগ্য পরভাগ্যোপজীবী হইয়া স্বপ্নেও কিছুমাত্র সুখ পায় না। এই পুরুষোত্তম-মাসে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্বক অর্চন করেন, তিনি ধনপুত্রাদি লাভে সুখভোগ করিয়া অবশেষে গোলোকবাসী হন।

পুরুষোত্তমমাসের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে অনেকগুলি পৌরাণিক প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে। দ্রৌপদী পূর্বজন্মে মেধাঋষির কন্যা ছিলেন। দুর্বাসা প্রোক্ত পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য শুনিয়াও তিনি ঐ মাসকে অবহেলা করায় সেই জন্মে কষ্ট পাইয়া দ্রৌপদী জন্মে পঞ্চপতির অধীন হন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত পুরুষোত্তম-মাস ব্রত আচরণ করিয়া সমস্ত বনবাস-দুঃখ হইতে রক্ষা পান।

দুঢ়ধন্য রাজার পূর্বজন্ম বৃত্তান্তে পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। বাস্মীকি মুনি দুঢ়ধন্যর প্রশ্নমতে যে ব্রতপ্রকরণ করিয়াছিলেন, তাহা নারদ শ্রীনারায়ণঋষির নিকট বদরিকাশ্রমে শ্রবণ করেন। ধর্মশাস্ত্রে যে রূপ ব্রাহ্মণের আর্থিক বিধি নিরূপিত হইয়াছে, তদ্রূপ সাত্ত্বতশাস্ত্র ব্রাহ্মমুখর্ত হইতে পুরুষোত্তম সেবকের কর্তব্য বিধান করিয়াছেন। এই মাসে স্নান বিধানে বলিয়াছেন যে— সমুদ্র ও নদীতে স্নান-উত্তম, কাপী, কূপ ও তড়াগে স্নান মধ্যম এবং গৃহে স্নান সামান্য। পুরুষোত্তমব্রতী

স্নানান্তে উর্দ্ধপুন্ড্র ধারণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে। বাস্মীকি বলিলেন—হে দুঢ়ধন্য! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই এই মাসের অধিদেবতা, এই মাসে পুরুষোত্তমব্রতী হবিষ্যন্ন ভোজন করিবেন। গোধূম (গম), শালি তণ্ডুল, মুদগ (মুগ), যব, তিল, মটর, কান্দন-তণ্ডুল, উড়ী তণ্ডুল, বাস্ককশাক (বাতুয়াশাক), হিলমোচিকা (হেলেন্দা), আদ্রক, কালশাক, মূলক (মূলা), কন্দমূল (আলু, কচু, গুল) কাঁকুড় রস্তু, সৈন্ধব ও সামুদ্রলবণ, দধি, ঘৃত, আম্র; পনস, হরিতকী, পিপ্পলী, জীরক, গুঁঠ, তেঁতুল, ক্রমক, আতা, আমলকী, চিনি, মিশ্রি, অতৈলপক্ক ব্যঞ্জনাদি হবিষ্যন্ন। উপবাস ও হবিষ্যন্নে একই প্রকার ফল।

সর্বপ্রকার মৎস্য, মাংস, মধু, কর্কটবৃক্ষের ফল, রাইসর্ষে, মাদকদ্রব্য, ছোলা-ডাল, তিল, তৈল, কাঁকরান্ন, ভাবদুষ্ট, ক্রিয়াদুষ্ট ও শব্দদুষ্ট দ্রব্যাদি বর্জন করিবে। এই মাসে দেবতা, বেদ গুরু, গো, ব্রতী, স্ত্রীলোক, রাজা, সাধুনিন্দা পরিত্যজ্য। জন্তুর অঙ্গোদ্ভূত চূর্ণ, গোঁড়ানেবু, মসুরিকা, পর্যুসিত অন্ন আমিষ বলিয়া এই মাসে তাজ্য। অজা, গো, মহিষের দুগ্ধ ব্যতীত অন্য দুগ্ধই আমিষ। ব্রাহ্মণের বিক্রীত সর্বপ্রকার লবণ ও ভূমিজাত লবণ, তাম্রপাত্রস্থিত গব্য, চর্মস্থিত জল ও নিজের জন্য পাচিত অন্ন-আমিষ মধ্যে গণিত। ব্রহ্মচর্য, অধোশয্যা, পাত্রে ভোজন, চতুর্থ্যামে ভোজন পুরুষোত্তমমাসে প্রশস্ত। রজস্বলা, ম্লেচ্ছ, পতিত, ব্রাত্যব্যক্তি (সংস্কারহীন), দ্বিজদেবী, বেদ-বাহ্য লোকের সহিত আলাপ করিবে না। ইহাদের দুষ্ট এবং কাকদুষ্ট অন্ন, সূতকান্ন, দ্বিপাচিত অন্ন, দুগ্ধান্ন খাইবে না। পলাও (পেঁয়াজ), লসুন, মুস্তা (মূল), ছত্রাক (ব্যাঙের ছাতা), গাজর, নালিতা, শজিনা, বর্জন করিবে। এইমাস গত হইলে ঐ বর্জিত দ্রব্যসকল ব্রাহ্মণকে দিয়া ভক্ষণ করিবে।

ব্রত তিন প্রকার অর্থাৎ উপবাস, রাত্রে হবিষ্যন্ন ও একভোজন, ব্রতীর পক্ষে সুবিধা অনুসারে করণীয়। এই মাসে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্তনের ফল বিধাতাও বলিতে পারেন না। ভক্তগণ শালগ্রামশিলায় অর্চন করিবেন। যিনি পুরুষোত্তম ব্রত করেন, তাঁহার দেহে সকল তীর্থ ও দেবতাগণ থাকেন। পুরুষোত্তম তুষ্টির জন্য দীপদান, ঘৃত প্রদীপ ও তিলতৈল প্রদীপ দেওয়া বিধেয়। হে মণিগ্রীব! তোমার বনবাসে ঘৃত ও তিলতৈল পাওয়া যাইবে না। ভূমি ইঙ্গুদি তৈলে দীপদান কর। অষ্টাঙ্গযোগ, ব্রহ্মজ্ঞান, সাংখ্যজ্ঞান ও তাত্ত্বিক ক্রিয়া এই মাসে দীপদানের ষোড়শী কলারও তুল্য হয় না।

পঞ্চমপক্ষে চতুর্দশী, নবমী বা অষ্টমী তিথিতে ভক্তব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমাহিত মনে উদ্ভাসন করিবে। পঞ্চখ্যানের দ্বারা অতি সুন্দর সর্বতোভদ্র রচনা করতঃ দানাদি কলস মণ্ডলোপরি চতুর্দিকে স্থাপনপূর্বক চতুর্ভূহ প্রীতিকামনায় শ্রীফলাধিত কলসের সমস্ত বেষ্টিতপান দ্বারা চতুর্ভূহ স্থাপনান্তে শ্রীরাধামাধবকে কলসের সহিত

স্থাপন করিবে। বেদ-বেদাঙ্গ পারগ বৈষ্ণবাচার্যকে বরণ করিবে। চতুৰ্বুহি জপ করিয়া চতুর্দিকে চারটি দীপ জ্বালিয়া শ্রদ্ধাভক্তির সহিত সপত্নীক নারিকেলাদি অর্ঘ্যদান করিবে। অর্ঘ্যমন্ত্র—“বন্দে নবঘনশ্যামং দ্বিতুজং মুরলীধরম্। পীতাস্বরধরং দেবং সরাধং পুরুষোত্তমম্।” পরে নীরাজনাস্তে ভক্ত ব্রাহ্মণকে পূর্ণপাত্র, আচার্যকে দক্ষিণা দান ও বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে ভাগবত দান, ব্রাহ্মণকে কাংস-পাত্র দান ও ঘৃতপায়স ভোজন করাইবে। অতঃপর সকলের ভোজন করাইয়া স্বজনের সহিত ভোজনাস্তে ব্রতনিয়ম পরিত্যাগ করিবে।

নৈমিষারণ্যে শ্রীসূতগোস্বামী ঋষিগণকে বলিয়াছেন—“ভারতভূমিতে যে গৃহাসক্ত নরাধমগণ পুরুষোত্তম ব্রতকথা শ্রবণ বা পালন করে না, সেই দুর্ভাগাগণ জন্মমরণ এবং পুত্র, মিত্র, কলত্র ও আত্মীয় বিয়োগে দুঃখভাগী হয়। হে দ্বিজগণ! এই মাসে বৃথা কাব্যালঙ্কারাদি অসংশয়িত্ত্ব অলোচনা করিবে না। পরশযায় শয়ন, অনিত্য বিষয়ালাপ, পরনিন্দা, পরান্না-ভোজন ও পরকার্য করিবে না। বিত্তশাঠ্য ত্যাগে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। ধন থাকিলে শাঠ্য করা রৌরব গমণের কারণ হয়। প্রতিদিন বৈষ্ণবগণকে উত্তম ভোজন দিবে। ব্রতী নিজে দিবসের অষ্টমভাগে ভোজন করিবে। ইন্দ্রদুম্ন যৌবনাস্থ ও ভগীরথ রাজগণ পুরুষোত্তমকে আরাধনা করিয়া ভগবৎসামীপ্য লাভ করিয়াছিলেন। সর্বপ্রকার যত্নের সহিত পুরুষোত্তমের সেবা করিবে। এই সেবা সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সর্বার্থ ফলদায়ক। পূর্বে কৌণ্ডিন্যমুনি পুনঃ পুনঃ “গোবর্দ্ধনধরং বন্দে গোপালং গোপরূপিনম্। গোকুলোৎসবমীশানং গোবিন্দং গোপিকাপ্রিয়ম্।” মন্ত্রটি জপ করিয়াছিলেন। এই মাসে ভক্তি সহকারে এই মন্ত্র জপ করিয়া পুরুষোত্তমদেবকে প্রাপ্ত হইবে। যিনি শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে এই পুরুষোত্তমমাসকে যাপিত করেন, তিনি সকল অভীষ্ট লাভ করেন। এই ‘অধিমাংস’ ভক্ত্যমাত্রেরই অতি প্রিয়মাস যেহেতু ঘটনাক্রমে এই মাসে কোন কর্মকাণ্ডের পীড়ন আসিয়া ভক্তির ব্যাঘাত করিবে না।”

শ্রীল সন্যাসন গোস্বামী বলিয়াছেন—“একান্ত কৃষ্ণভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণস্মরণ ও কীর্তনই অত্যন্ত প্রিয়। ঐকান্তিক ভক্তগণ এ দুই অঙ্গ বাতীত আর কোন অঙ্গে ব্যস্ত হন না। বিশেষ ভাবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্কিতসেবায় আগ্রহবিশিষ্ট বলিয়া অন্য কৃত্যসকলে তাঁহাদের রুচি জাগে না। ঋষিগণ যে বিধি দিয়াছেন, তাহাতে একান্তভক্তদিগের বিধিবাধ্য ভাব নাই।

সমাপ্ত